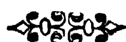
ভারত-বিধবা।

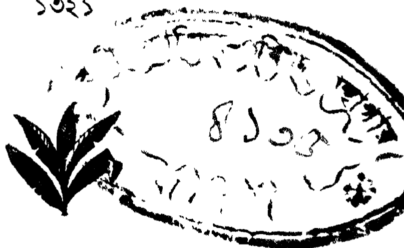


শ্রীরাধারমণ দাস
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

ফরিদপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২১



ফরিদপুর চক বাজারে গ্রন্থকার নিকট প্রাপ্তব্য

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।



শ্রীযুক্ত রমণীমোহন কাব্যতীর্থ

মহোদয়ের শ্রীপাদপঙ্কজেষু।

মহাত্মন

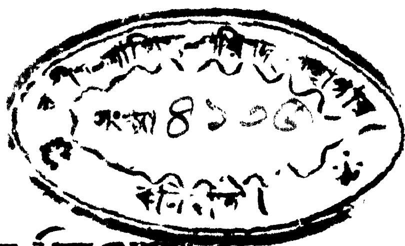
ভবদীয় অমৃতময় উপদেশাবলীতে শৈশব হৃদয়ের যে সুকোমল জ্ঞান-লতিকা সামান্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল, আজ তাহার সৌরভবিহীন কুসুমরাজি পূর্ণ 'ভারত-বিধবা' লইয়া আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলাম। মনীষিগণের মানস উদ্যানে যে সৌরভময় বিবিধজাতি প্রসূনরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে তাহার তুলনায় এই অকিঞ্চিৎকর কুসুমহার ভবদীয় শ্রীচরণে অঞ্জলি দেওয়ার উপযুক্ত নয়। কিন্তু দেব! মানসরঞ্জন কুসুমরাজি কোথায় পাইব? বাল্যকালে ঘোর দারিদ্র্য-পীড়নে অনন্ত জ্ঞান-পারাবারের বিন্দুমাত্রও আমার ক্ষুদ্র মানসকাননে সিঞ্চিত হয় নাই, তাই আজ মানসকানন শুষ্কপ্রায়। সেই শুষ্ককাননে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই আজ আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।

বশম্বদ

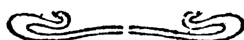
শ্রীরাধারমণ দাস।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৬	রমনী	রমণ
২৮	৫	স্বর্গ	সং
৪৫	২০	হিনতেজ	হীনতেজ
৫০	১৯	নিচাসন	নীচাসন
৫৩	৯	স্বর্গ	সং
৬০	১০	ত্যাজি	ত্যা
৯৮	১৩	আঁখি	আঁখি



ভারত-বিধবা।



সুনীল অম্বর তলে
অসংখ্য তারকা জ্বলে
মিটি মিটি কি সুন্দর! সৌন্দর্য্যের খনি,
কেন্দ্রে শুক্ল-পূর্ণশশী,
সুবিমল কররাশি
বিস্তারিয়া নীরবেতে হাসায় অবনী।

সুধাংশু-কিরণ যেন
রজতের আভরণ;
তাহাতে সাজায়ে দেহ চঞ্চল গমনে
কল কল কল নাদে
আপন গৌরব-মদে
মাতিয়া তটিনী চলে সাগরের পানে,

বিচ্ছেদ আকুল প্রাণে
প্রিয়পতি সম্ভাষণে;
হয়েছে অধীরা তাই আপনার মনে

সাগর পতির তরে
আশায় হৃদয় ভ'রে
মৃদু হাসি মুখে ধায় একাকী নির্জ্জনে।

দুর্ম্মতি অনিল তায়
ঈর্ষাভরে ক্ষুব্ধ প্রায়,
তটিনী-গমনে বাধা দিতে প্রাণপণে
স্বন্ স্বন্ স্বন্ স্বরে
পথ অবরোধ করে ;
তটিনী ফণিনী প্রায় গম্ভীর গর্জ্জনে

উঠায়ে তরঙ্গ-ফণা,
ক্রোধেতে ব্যাকুল মনা,
অনিলে কাতর করে ভীষণ দংশনে ;
ভয়েতে বিহ্বল প্রায়
অনিল ফিরিয়া যায়,
আবার মুহূর্ত্তে আসে নির্লজ্জ বদনে।

বিমুখ হইয়া তথা,
আপনার প্রবলতা
বিস্তারিতে সুকোমল কুসুম নিকরে,
পবন পাগল প্রায়
নাচায় কুসুমকায়
দলগুলি হেলি পড়ে ধরার উপরে।

সুচঞ্চল সমীরণ
বলে করি নির্য্যাতন
হরিয়া সুগন্ধিরাশি কুসুম হইতে
মাখায়ে আপন অঙ্গে
হরষে, চলিল রঙ্গে
দিগন্তরে স্বন্ স্বন্ স্বরে তথা হ'তে।

আতঙ্কে শঙ্কিত প্রাণ
কুসুম পাইল ত্রাণ
বিষম বিপদ হ'তে নিজ ভাগ্য বলে,
পুনঃ হয়ে সমুন্নত
পাইল মধুর কত
প্রকৃতি-মঙ্গল-গীতি অতি কুতূহলে।

পার্শ্বে শ্বেত হর্ম্ম্য রাজি
মনোহর বেশে সাজি
চন্দ্রমার শুভ্রকরে, আছে দাঁড়াইয়া;
ঝক্ ঝক্ কি সুন্দর!
ভাতিছে উজ্জ্বলতর
দরশনে যায় যেন আঁখি ঝলসিয়া।

সেই শ্বেত হর্ম্ম্যতলে
মানবের কোলাহলে
মুখরিত চারিদিক, আনন্দের ধারা

রহিতেছে চারিভিতে;
কতই প্রফুল্ল চিতে
হাসিছে খেলিছে সবে হ'য়ে আত্মহারা।

কোন শিশু ঊর্দ্ধমুখে
হেরিছে মনের সুখে
রজত-ধবল শশী সুনীল অম্বরে,
প্রসারি কোমল কর
করি মায়ে সমাদর
কহিছে ধরিতে চাঁদে সুমধুর স্বরে।

শিশু পুত্র করি কোলে
'আয় চাঁদ আয়' ব'লে
সুধা-হাসি মুখে মাতা ডাকি সুধাকরে,
শিশুর কোমল মুখে
স্থাপি দৃষ্টি মন সুখে
দিতেছে কপালে টিপ্ আহ্লাদের ভরে।

কোন প্রৌঢ় দিবাশ্রম
করিবারে উপশম
সেবিছে মনের সুখে স্নিগ্ধ সমীরণে;
কোথায় (ও) বালকগণ
হয়েছে নিমগন
খেলিছে নৈশিক খেলা বিস্তৃত প্রাঙ্গণে।

কোন বা যুবতী রঙ্গে
স্বীয় প্রিয় পতি সঙ্গে
করিতেছে প্রেমালাপ নির্জ্জনে বসিয়া,
সুধা-হাসি মাখা মুখে
কহিতেছে বামা সুখে
অমীয় প্রেমের কথা আনন্দে মাতিয়া।

সুধাংশু, উজ্জ্বল করে
সুধাংশু বদন পরে
করিছে অপূর্ব্ব এক সুষমা-বিস্তার,
কৌতুকে কহিছে পতি
'প্রিয়ে! তব মুখ প্রতি
চাঁদের হয়েছে আজ লোভের সঞ্চার।'

মানে প্রস্ফুরিতাধরে
স্থাপিয়া সদয় করে
আদরিছে পতি কভু ঈষৎ হাসিয়া,
কোমল পরশে বালা
ভুলিয়া সকল জ্বালা
পতির বিশাল বুকে পড়িছে ঢলিয়া।

যে দিকে ফিরাই আঁখি
আনন্দ-তরঙ্গ দেখি,
কোথায় (ও) বিষাদ-ছায়া না হেরি নয়নে,

সহসা পশিল কানে—
কোন নারী ক্ষুব্ধ প্রাণে
গাইছে বিলাপ-গীতি অতি সঙ্গোপনে,

নির্জ্জনে একাকী বসি
নয়ন-সলিলে ভাসি ;
সন্তাপ-জ্বালায় মর্ম্ম বিদগ্ধ হতেছে,
যেন এ সংসারে তার
কেহ নাই আপনার
অভাগী হেরিয়া তারে সকলে ত্যজেছে।

স্বীয় সুখ স্বার্থ তরে
মায়াময় ধরা পরে
ব্যস্ত অতি অবিরত মানব নিচয়,
তাই বুঝি প্রেমাধার
রমণীর দুঃখ-ভার
হেরিতে নাহিক পায় মুহূর্ত্ত সময়।

শুনিয়া, আকুল প্রাণে
ধীরে ধীরে সঙ্গোপনে
উপজিনু যথা নারী বসি একাকিনী,
দেখিনু কপোল পরি
দর দর অশ্রু ঝরি
করিত হয়েছে এক অপূর্ব্ব তটিনী।

বরাঙ্গ ভূষণ হীন,
মলিন, বিবর্ণ, দীন,
ষোড়শী যুবতী এক বসিয়া নির্জ্জনে,
সন্তাপে তাপিত প্রাণ
নাহি তার বাহ্যজ্ঞান
বিষাদ-কালিমা-রেখা স্বচারু বদনে।

যেন পূর্ণকলা শশী
রাহু অকাতরে গ্রাসি
রেখেছে আবৃত করি সুবিমল জ্যোতিঃ,
ম্রিয়মান মুখছবি,
যেন কিবা মনে ভাবি
গাইছে বিষাদ-গীতি বিষাদেতে মাতি।

তাহার করুণ স্বরে
যেন হৃদে স্তরে স্তরে
উছলিল অগণিত দুঃখের লহরী,
দাঁড়াইয়া সঙ্গোপনে
শুনিলাম একমনে
গাইছে বিধবা বালা স্বীয় দুঃখ স্মরি—

আমিরে অনাথা, হৃদয়ে আমার
দুঃখ-হুতাশন, ভীষণ, দুর্ব্বার
জ্বলিছে সতত, কে আছে আমার,
অবনী ভিতরে—সান্ত্বনা পাব?

জ্বলিব এমন(ই) সতত জ্বলিব,
চির-অশ্রুনীরে সতত ভাসিব ;
এ শোক-বিলাপ সতত গাইব,
পাপ মানবের কাছে না যাব ;

বিদ্যা-ধন-মান-গৌরব-বঞ্চিত,
সরল, দুর্ব্বল রমনীর চিত ;
সতত বিষাদে রয়েছে পতিত,
কাটাইব কাল কি আশা লয়ে ?

পতি-প্রেম—বিদ্যা, পতি-প্রেম—ধন,
পতির আদর—গৌরব রতন
ভারত নারীর, করেছে হরণ
বলে মহাকাল নির্দ্দয় হয়ে।

করিনু জীবনে কিবা মহাপাপ,
তাহার কারণে হেন মনস্তাপ
পাইনু, ভুঞ্জিনু এমন সন্তাপ ?
দুর্ব্বহ জীবন শোকের ভারে।

ক্ষুদ্রচিত্ত মম নিতান্ত কোমল,
তাহাতে বিষাদ, সন্তাপ কেবল ;
নাহিক সংসারে দাঁড়াবার স্থল,
এ সঙ্কট হায়! বলিব কারে ?

অসীম জীবন-মরু-পারাবার,
মরীচিকা-মায়া সহচরী তার;
পাপ পরিপূর্ণ তায় এ সংসার,
পদে পদে সদা বিপদ ঘটে।

কাহারে বলিব মরম বেদনা?
কেবা বুঝিবে হায়, বৈধব্য-যাতনা;
নিরাশ্রয়া আমি অভাগী ললনা,
অকূল বিষাদ-সাগর-তটে।

হায়, কাল, তুমি নির্দ্দয় হইয়া,
লয়েছ আমার পতিরে কাড়িয়া;
মুহূর্ত্তেক তরে দাওনা ছাড়িয়া,
দেখে ল'ব আমি নয়ন ভ'রে।

মিটেনিক সাধ কভু এ জীবনে,
কিবা সুখ ভবে স্বামী-দরশনে
নাহি জানি আমি, সংসার-ভবনে
বৃথা এ জীবন কপাল ফেরে।

দাও দাও ছাড়ি করিতে মিনতি,
একবার দেখি স্বামীর মূরতি;
এ পোড়া পরাণ জ্বলে দিবারাতি,
ভেঙ্গেছে কপাল যেদিন হ'তে।

সহেনাক' আর কোমল পরাণে,
কেননা সৃজিল বিধাতা পাষাণে—
এ বিষ-মূরতি, জড় উপাদানে,
হ'ত না বিষাদ দুর্ব্বল চিতে।

বিবাহ-সময়ে হেরি একবার
ও প্রেম মূরতি স্বামিন্ তোমার,
ভেবেছিনু মনে তুমিই আমার
হৃদয়-দেবতা জীবন তরে,

তোমার প্রণয়-প্রীতি-সরোবরে,
খেলিব সাঁতার বাসনা অন্তরে
ছিল, গেলা চলি ত্যজিয়া আমারে,
এ পাপ জগতে, অনন্ত দূরে।

যখন ছিলাম কেবল বালিকা,
অথবা কিশোরী কোমল কলিকা,
নাহি বুঝিতাম এই প্রহেলিকা,
ব্রীড়া-ভরে সদা ছিলাম নত।

কতই আদরে করিয়া ধারণ,
করিতে সস্নেহে কপোল চুম্বন ;
শিহরিত কায়, পুলকে মগন,
তোমার পরশে হইত চিত।

(পাছে গুরুজন দেখিবার পায়,
দেখিলে মরিব দারুণ লজ্জায়)
"দূর হও" বলি কপট কথায়,
পলাতাম ছাড়ি তোমার হাত।

আড়ালে দাঁড়ায়ে আনত বদনে,
চাহি তোমাপানে বঙ্কিম নয়নে
বলিতাম কটু, তায় তব মনে
বিষাদ-কালিমা হইত পাত।

বিস্ফারিত আঁখি, - ঢল্ ঢল্ ঢল্,
প্রেম পয়স্বিনী উৎপত্তির স্থল,
অনিমেষে চাহি রহিত কেবল,
বলিত কতই নীরব ভাষা,

বুঝি নাই কিছু বালিকা বয়সে,
ধূলা-খেলা মত্ত ছিলাম হরষে;
হায়রে কপাল ভাঙ্গি গেল শেষে,
ফুরা'ল আমার সকল আশা।

গিয়াছ কি নাথ! করি অভিমান?
তোমার বিহনে সংসার—শ্মশান;
এস একবার জুড়াক পরাণ,
প্রেম-হাসি মুখে এস হে কাছে।

নাহি কটু কব তোমারে কখন,
লজ্জা, অভিমান দিব বিসর্জ্জন ;
তুষিব তোমায় অমূল্য রতন !
অভাগী রমণী করুণা যাচে।

কই, কই, নাথ ! আসিলেনা আর ?
ঘুচিবেনা বুঝি এ দুঃখ আমার ;
কেঁদেছি, বান্ধিব সংগে ! অনিবার,
বহিব জীবন বিষাদ-ভার ;

শুনি লোকমুখে স্বরগে গমন
করেছ, কোথায় সে দেশ, কখন
দেখি নাই চক্ষে, না জানি কেমন,
একবার গেলে ফিরে না আর।

নীলিমা সুন্দর ওই নভঃস্থল ;
ভাস্কর, চন্দ্রমা, তারকা সকল,
করিছে সতত কিবা ঝল্ মল্,
ওই স্বর্গ-রাজ্য বুঝিবা হবে ;

অনন্ত নক্ষত্র—অনন্ত ভাস্কর,
কিবা তার তেজ, গতি ভয়ঙ্কর !
অনন্ত ধরণী,—গ্রহ সহচর,
বিরাট ব্যাপার এ বিশ্ব ভবে।

উপগ্রহ আদি,—অনন্ত, চন্দ্রমা,
কে জানিবে ভবে, কোথা তার সীমা ?
অনন্ত জগৎ,—অনন্ত মহিমা !
ছুটিছে সকল অনন্ত পথে ;

অনন্ত আকাশে, অনন্ত সম্পাত,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত উল্কাপাত ;
কত বিবর্ত্তন ঘটে অচিরাৎ,
(কে বুঝিতে পারে ?) প্রকৃতি হ'তে

এ সৌর জগতে পৃথিবী, মঙ্গল,
রয়েছে যেমন জীব-জল-স্থল ;
ওই বিন্দু বিন্দু নক্ষত্র সকল,
বিরাট, বিশাল ! ভীষণ দূরে

অসংখ্য জগতে, মহা ভয়ঙ্কর
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উদিত ভাস্কর,
তেমনি পৃথিবী—গ্রহ কক্ষচর,
অসীম, অসংখ্য সতত ঘুরে।

ওই পৃথিবীর বক্ষে অনুক্ষণ,
কতই চন্দ্রমা সুস্নিগ্ধ কিরণ
মধুর বরিষে [illegible]।

[illegible] করে।

পূর্ণ চন্দ্রমালা ঘন নীলাম্বরে,
ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া প্রদক্ষিণ করে ;
কি মধুর শোভা ধরা-বক্ষ পরে,
মনোমুগ্ধকরী সন্তাপ হরা !

অপূর্ব্ব ধরণী, অপূর্ব্ব মানব,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব বিভব ;
দয়া, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, পুণ্য সব
রয়েছে হোথায় জগৎ ভরি।

পুণ্য সেই ভূমি, পুণ্য দরশন,
পুণ্য কোলাহল, পুণ্য আচরণ,
পুণ্য রীতিনীতি, পুণ্য প্রাণিগণ,
আছে পুণ্য যেন জগৎ জুড়ি।

নাহি দ্বেষ, হিংসা, নাহি কোন পাপ,
নাহিক দুষ্কৃতি, নাহি মনস্তাপ,
নাহি শোক জরা, অথবা সন্তাপ,
কিবা সেই স্থান আনন্দময় !

আনন্দ-প্রকৃতি সুরবালাগণ,
অবিরত পুণ্য প্রেমেতে মগন ;
নাহিক তথায় পাপ প্রলোভন,
সদানন্দে চিত্ত প্রমত্ত রয়।

হেন পুণ্য দেশে গিয়াছ চলিয়া,
অভাগীর শীরে অশনি হানিয়া ;
আসিবেনা আর হে নাথ! ফিরিয়া,
কান্দিব এমন(ই) জীবন ভ'রে।

জ্বলিব এমন(ই) সতত জ্বলিব,
চির অশ্রু নীরে সতত ভাসিব,
এ শোক-বিলাপ সতত গাইব,
এ দীর্ঘ জীবন-কালের তরে।

দিত পূর্ব্বে ঝাঁপ বিধবা অনলে,
হে লর্ড বেণ্টিঙ্ক! কার যুক্তি বলে
পতি সহমৃত্যু উঠাইয়া দিলে ?
সেও ছিল শ্রেয়ঃ বিধবা তরে।

জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত-দাহন!
কতই অভাগী দিত বিসর্জ্জন
সমাজ-বিধানে অমূল্য জীবন,
কিবা নিষ্ঠুরতা হিন্দুর ঘরে!

নৃশংস বিধানে দুর্ব্বল-দলন,
অথবা আশ্রিতা অনাথা-পেষণ ;
পুণ্যময় কর্ম্ম, শান্তি-নিকেতন,
নাহি বাজে হিন্দু-হৃদয়ে ব্যথা।

দয়া-মায়া-স্নেহ আছে যার চিতে,
এ নৃশংস দৃশ্য পারে কি দেখিতে ?
তাই তুমি লর্ড! অনাথা রক্ষিতে,
উঠাইয়া দিলে বর্ব্বর-প্রথা।

জিজ্ঞাসি হে লর্ড, যুকতি সভায়,
ছিল উপস্থিত কোন মহোদয় ?
বুঝিতে পারে সে রমণী-হৃদয়,
কিবা ধন যাচে রমণী-প্রাণ ?

বুঝিতে পারিলে এ সহমরণ,
অনাথা বালার শান্তি-নিকেতন,
উঠাতে না কভু মঙ্গল কারণ ;
জ্বলন্ত চিতায় জীবন-দান—

জ্বলিতাম বেশ জ্বলন্ত চিতায়,
মুহূর্ত্ত সময়ে হ'ত সব লয়,
জ্বলিত না পুনঃ এ পোড়া হৃদয়,
ভুঞ্জিতাম সদা অনন্ত সুখ।

দারুণ বহ্নিতে হৃদয়-কান্তার,
জ্বলি ধিকি ধিকি হ'ল ছারখার ;
পুরুষ পাষাণ কি বুঝিবে তার,
কিবা দুঃখ পূর্ণ বিধবা-বুক।

যখন ভারতে করিলে প্রচার,
"পতি সহ মৃত্যু" হইবে না আর ;
জিজ্ঞাসিতে যদি সাধ্বীকে তোমার,
বসি ধীরভাবে মন্ত্রণা-ছলে।

বলিত নিশ্চয় রমণী রতন,
বিধবা নারীর বেদনা কেমন ;
কাটাতে দুঃখের অনাথা জীবন,
করিতে উপায় সকলে মিলে।

গিয়াছে ফুরায়ে সেদিন এখন,
বৃথা কেন আর করিছি রোদন ?
ছিল রমণীর অদৃষ্ট-বিধান,
হে ভারত বাসি(ন্) তোমার করে।

যে পুণ্য বিধানে অশ্রু না ঝরিল,
অনাথা নারী না জীবন্ত পুড়িল ;
বৃথা সে বিধান ; বুঝিবা ডুবিল,
সভ্যতা, পাণ্ডিত্য অতলনীরে,

তাই এ কঠোর বিধানের বলে,
রেখেছ বান্ধিয়া বিধবা মণ্ডলে
কঠিন, কঠিন-লোহের শৃঙ্খলে,
ভীষণ-আগারে আঁধার ময়।

ভাগ্যে সে বিধান ভারতের পার
হয় নাই কভু, হইবে না আর ;
বুঝেছে সকলে বিধান তোমার
পৈশাচিক ক্রীড়া বিষাদময়।

নাহি চাহি আর মানব-কৃপায়,
কাহাকে বলিব, কে আছে ধরায়,
এই তপ্ত অশ্রু সান্ত্বনা-কথায়,
দেয় মুছাইয়া নয়ন হ'তে ;

নাহি পাই খুজি হেন মহাপ্রাণ
বিশাল ভারতে, শ্মশান সমান,
করি পদাঘাতে চূর্ণ এ বিধান,
দেয় উড়াইয়া ভারত হ'তে।

ঐ আট্‌লাণ্টিক মহাপারাবার ;
বক্ষে শোভিতেছে কিবা মনোহর—
বিক্রমে কেশরী, অজেয়, অমর,
ঐশ্বর্য্যে অতুল অবনী পরে ;

যশঃশশী ভালে, ভুবন মোহিত,
বিজ্ঞান-বিভবে জগৎ স্তম্ভিত,
অটল অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব বিস্তৃত
সাগর ধরণী আকাশ পরে,

ইংলণ্ড প্রদেশ ;—ধরা কেন্দ্রস্থল,
শাসিছে অর্দ্ধেক পৃথিবী মণ্ডল,
অদ্ভুত ক্ষমতা, কিবা মহাবল,
সমগ্র মেদিনী সন্ত্রাসে কাঁপে।

আছেন তথায় রাজ-রাজেশ্বর,
গৌরব মণ্ডিত, যেন দিবাকর
মধ্যাহ্ন কালীন, অত্যন্ত প্রখর,
বিচলিত সব তাঁহার তাপে

তোমার শাসনে কোটী কোটী নর,
সম্রাট ! লভেছে শান্তি-সুধাকর,
কেন কত নারী ভারত-ভিতর,
কেবল মরমে দহিয়া মরে,

দুঃখের কাহিনী বলিব কি পিতঃ ?
একেত কোমল রমণীর চিত,
তাহাতে কঠোর বিধানে পীড়িত,
আঁখি-অশ্রুমালা সতত ঝরে।

বল পিতঃ, বল কতকাল আর,
সহিবে বিধবা বালা দুঃখ-ভার,
হেন নিষ্ঠুরতা, ঘোর অত্যাচার,
মানব-হৃদয়ে কতবা সহে ?

কেন্দেছি অনেক, কত বা কান্দিব,
এ শোক-সঙ্গীত কতবা গাইব,
শোক-অশ্রুনীর কতবা মুছিব,
দর দর ধারা সতত বহে।

ছিল পূর্ব্বে পিতঃ, হেন বর্ব্বরতা,
সভ্য ইউরোপে দাসত্বের প্রথা ;
কান্দিল পরাণ, পেয়ে মনে ব্যথা
গর্জ্জিয়া উঠিলে সিংহের রবে ;

চমকিল দেশ, চমকিল ধরা,
দাস-ব্যবসায় করিত যাহারা,
সশঙ্ক হৃদয়ে পলাইল ত্বরা,
অদৃশ্য হইল 'দাসত্ব' ভবে।

ভারত-বিধবা তরে কি তেমনি,
উঠিবে হুঙ্কারি বীরত্বের খনি ?
অশ্রু সম্বরণ হইবে অমনি
অনাথা বালার নয়ন কোণে,

আবার হাসিবে ওই চারুমুখে,
গাইবে মধুর প্রীতি ভরা বুকে ;
শুনিবে জগৎ প্রেম-গীতি সুখে,
হায়রে, আমার দুরাশা মনে।

জানি পিতঃ, হিন্দু-সমাজ ভিতরে,
পশিবেনা কভু রাজশক্তি করে;
হিন্দুর সমাজ হিন্দুর বিচারে,
শাসিত হতেছে অনন্ত কাল;

জ্বলিবে বিধবা এ পোড়া ভারতে,
পুড়িবে এমন(ই) এসেছে পুড়িতে,
কান্দিবে এমন(ই) এসেছে কান্দিতে,
বিষণ্ণ অন্তরে, অনন্ত কাল।

ভুবন বিদিতা ভারত জননি,
তোমার বিজ্ঞানে সমগ্র ধরণী
আলোকিতা, আজ দুঃখের কাহিনী
বুঝাব তোমায় অজ্ঞান আমি?

একবার শুধু করুণা করিয়া,
কঠিন মোহের আবেশ ত্যজিয়া,
মুদিত নয়ন-কমল খুলিয়া
উঠনা বসিয়া জননী তুমি?

অকূল বিষাদ-সাগরে পড়ি,
নিতান্ত কাতরে তোমায় স্মরি;
দেখ একবার দুটী আঁখি ভরি
বিধবা বালায় তোমার বুকে—

সদা ম্রিয়মাণ; বিষাদের ছায়া
কি ঘোর কালিমা রেখেছে মাখিয়া
কমল আননে; এ দৃশ্য দেখিয়া,
তোমার হৃদয় দ্রবেনা দুঃখে?

অভিন্ন জনম যখন ভূতলে,
ওই স্নেহ-বুকে কেন বা ধরিলে?
পাষাণ হৃদয়ে কেননা বধিলে?
ফুরাত তখন(ই) সংসার খেলা,

ফুরাত জীবন দুঃখের আমার,
পুড়িত না হৃদি করি হাহাকার,
নিভিত জ্বলন্ত অনল দুর্ব্বার,
সহিতে হ'তনা এ হেন জ্বালা।

স্নেহ-মায়া মুগ্ধ হৃদয়ে যাহায়,
পালিলে যতনে এ দীর্ঘ সময়;
বল বল মাতঃ, জিজ্ঞাসি তোমায়,
কোন প্রাণে সেই যত্নের ধনে,

স্নেহ-বৃন্ত হতে সজোরে টানিয়া,
অনায়াসে তুমি ফেলিলে ছিঁড়িয়া?
জ্বলন্ত পাবকে আহুতি করিয়া,
বসিয়া দেখিছ নিশ্চিন্ত মনে?

দেখ দেখ মাতঃ, দেখনা চাহিয়া.
আহার্য্য পানীয় লয়েছে কাড়িয়া,
গাত্র-আভরণ বলে ছিনাইয়া
হরেছে দুরন্ত সমাজ বিধি।

জগৎ মাঝারে আমি একাকিনী
বিষাদ সাগরে দিবস যামিনী ;
কে আছে আমার ? অনন্ত দুঃখিনী,
হারায়েছি সব স্বজন-নিধি।

নাহি পিতা-মাতা, নাহি বন্ধুজন,
নাহি সহোদর, নাহি পতিধন ;
সকলই মৃত ; জননী, এখন,
দাঁড়াইব বল কাহার কাছে ?

গিয়াছে সকলে ত্যজিয়া আমায়,
মুহূর্ত্তেক তরে ফিরে নাহি চায় ;
ভারত জননি ! তুমিও হেলায়,
না চাহিবে যদি, কে আর আছে ?

বলনা আমায়, বলনা জননি !
তুইকি হইলি কঠিন পাষাণী
তাই যে নীরব আছিস্ অমনি,
নাবহে অন্তরে করুণা-ধারা ?

এই যে পাষাণ মানব মণ্ডল—
করিছে জগতে সদা কোলাহল,
কভু অপরের তপ্ত অশ্রুজল,
নাদেখে ভ্রমেও নয়নে এরা।

নাহি দেখি-এই জগৎ মাঝারে,
দুর্ব্বল অনাথা বিধবার তরে
করুণার বিন্দু কাহার (ও) অন্তরে!
ধরা কি জননী, শ্মশানময়?

এ পাপ মানব-সংসর্গ হইতে,
তুলিয়া আমায় ধর মা কোলেতে;
ভীষণ শ্মশান এ পোড়া আঁখিতে
কভু না হেরিব, বিষাদময়।

অত্যুচ্চ অদম্য হিমাদ্রি শিখর,
ধরিয়া রেখেছ মস্তক উপর,
করনা জননী, নিক্ষেপ সত্বর,
চূর্ণ ক'রে এই সন্তান দল;

কিম্বা যেই দুই হাত প্রসারিয়া,
পূরবে পশ্চিমে রেখেছ ধরিয়া
মানব মণ্ডলে ... ফেলিয়া,
... জ্বাল ... পাষাণ ... —

প্রবল, ভীষণ উচ্ছ্বাসে ভাসায়ে,
ভূ-পৃষ্ঠ হইতে লউক মুছায়ে
সন্তান-আবাস; মুহূর্ত্ত সময়ে
হউক বারিধি নারিতে লয়;

অথবা জননি, স্নেহের মূরতি,
দ্বিধা হও তুমি মম এ মিনতি;
চিরকাল তরে করিব বসতি
তোমার গরভে, তিমিরময়।

অপার্থিব সুখ-মহাপারাবারে,
ভাসিব সতত প্রফুল্ল অন্তরে,
ভ্রমেও কখন এপাপ সংসারে
না রহিব আমি, অভাগী নারী;

আত্ম-সুখে অন্ধ এ মানবগণ,
কভু কি যাতনা করিবে দর্শন
বিধবা বালার? বৃথা আকিঞ্চন
আশার আশ্বাসে ভুলিয়া করি!

রয়েছ নীরব কেন গো জননি!
অনাথা বিধবা, অনন্ত দুঃখিনী
তব বক্ষে আমি অভাগী রমণী,
থারেক চাহিয়া মুহূর্ত্ত তরে

দেখনা,—নয়নে সদা অশ্রুমালা,
বিষাদ-সন্তাপে সতত আকুলা,
কতবা সহিব এ ঘোর জ্বালা
সুদীর্ঘ জীবন কালের তরে ?

ত্যজি নীরবতা করুণার খনি,
উঠিল স্নেহের ভারত-জননী ;
কহিতে লাগিল সুমধুর বাণী--
জানি আমি সব ভারত বালা ;

যে দারুণ শোক হৃদয় মাঝারে
জ্বলিছে সতত বলিব কাহারে ?
আছে কি সন্তান মম বক্ষপরে ?
বিফল আমার সংসার-খেলা।

আছে কি জীবনী-শকতি আমার ?
তাই এ ভীষণ সন্তাপ তোমার
চক্ষুর নিমিষে করি প্রতিকার,
মুছা'ব সলিল নয়ন হতে ;

অবোধ সন্তান নয়ন মুদিয়া,
বিলাসের মোহে রয়েছে মাতিয়া,
হইয়াছি শ্রান্ত সতত ডাকিয়া,
কভু না জাগিবে এ নিদ্রা হ'তে।

কান্দি(ও)না, কান্দি(ও)না জীবন রতন।
ক'দিন সংসারে মানব জীবন ?
পাবে একদিন শান্তি-নিকেতন,
ফুরা'বে এ পাপ ভবের খেলা ;

পাপ অত্যাচার, সমাজের ভয়,
বিষাদ, সন্তাপ, বিভীষিকাময়,
হইবে বিলীন, জানিও নিশ্চয়,
মিটিবে এ সব হৃদয়-জ্বালা।

হায়রে, অভাগী, দেখনা চাহিয়া,—
কতই বিধবা হয়ে নিরাশ্রয়া
রয়েছে কলুষে সতত ডুবিয়া
নশ্বর জীবন-যাপন তরে ;

মোহ-ছলে নাহি হেরি পরিণাম,
পূরায়ে দুর্জ্জয় স্বীয় মনস্কাম,
জ্বলিছে আপনি ঘোর অবিরাম,
উথলিছে অশ্রু নয়ন ভরে।

হের অন্যদিকে নয়ন ফিরায়ে,
ওই শৈল মালা রয়েছে দাঁড়ায়ে ;
হেথায় একটী সন্ন্যাসী আশ্রয়ে,
যেতেছে জনৈক অভাগী নারী,

শুনিবে তাহার জীবন-কাহিনী ?
কি ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া রমণী
ত্যজেছে সর্ব্বস্ব ; ঘোর নারকিনী
ব্যাকুলা স্বকৃত কলুষ স্মরি

প্রথম স্বর্গ।



অত্যুন্নত শৈলমালা রয়েছে বিস্তৃত
যেন ঘন মেঘরাশি, নাহি কোলাহল
অবিরাম মানবের,—নিস্তব্ধ, নিভৃত,
জন-সমাগম-শূন্য সুগম্ভীর স্থল।

রয়েছে দাঁড়ায়ে অতি দীর্ঘ তরুবর
শৈল পার্শ্বে, শিরোদেশে শত শত শত
ঘনশ্যাম কলেবর, ভেদিয়া অম্বর ;
স্বাধীনতা ধনে যেন সদা সমুন্নত !

গাইতেছে পিকগণ বসি উচ্চ ডালে
পঞ্চমে মঙ্গল-গীতি—সুমধুর তানে
প্রকৃতির আরাধনা ; মৃদুল হিল্লোলে,
ছড়াইছে সেই তান সুদূর গগনে।

নিম্নে উপত্যকা ভূমি বক্ষে নির্ঝরিণী
ঝরিতেছে অবিরত ঝর ঝর ঝরে,
মধুর উদাস মূর্ত্তি, মানস মোহিনী
বিরাজে জলদপ্রায় শৈল-কলেবরে।

খরতর অংশুমালী অবসন্ন দেহে
পশ্চিম গগন-পট করিয়া রঞ্জিত
সিন্দূরে, চলিছে ধীরে অস্তাচল গৃহে,
হ'তেছে অবনী ক্রমে আঁধারে আবৃত।

রজত-ধবল-শশী গগন ভাতিয়া
উদিছে পূরব-প্রান্তে ধীরে ধীরে ধীরে,
প্রিয়-সমাগম হেরি ধরণী হাসিয়া
আদরিছে সযতনে ভাসি প্রেম-নীরে।

কুসুম-কলিকাদল নিভৃত কাননে,
অনাদরে; গরবিণী অভিমান-ভরে
সুশীতল সমীরের মৃদু পরশনে,
ধরণী জননী-অঙ্কে যেন হেলি পড়ে।

নাহি জন মানবের সম্বন্ধ সে দেশে;
অপূর্ব্ব মূরতি, কিবা ঔদাস্য-আগার;
প্রকৃতি সাজিয়া যেন উদাসিনী বেশে
প্রফুল্ল অন্তরে সদা করিছে বিহার।

নিভৃত, গম্ভীর সেই রমণীয় স্থানে
একটি কুটীর ক্ষুদ্র পরিপাটী অতি
শৈলপাশে ; অপ্রশস্ত পবিত্র প্রাঙ্গণে
বসিয়া আছেন কোন মানব সুমতি ;—

দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুরাশি বদন মণ্ডলে
শোভিছে, কুঞ্চিত রেখা প্রশস্ত ললাটে
যেন চিন্তাক্লিষ্ট ; সেই নিরজন স্থলে
নাহিজানি কিবা চিন্তা জাগে হৃদি-তটে।

বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় ভাতিছে উজ্জ্বল,
যেন দীপ্তি-শিখারাশি আসিছে ছুটিয়া
পরশিতে মানবের হৃদি-অন্তঃস্থল,
স্তম্ভিত প্রকৃতি যেন সে মূর্ত্তি হেরিয়া

নির্জ্জন পার্ব্বত্যদেশে নীরব সকল,
গম্ভীর, ভীষণ যেন শ্যামল প্রকৃতি,
নীরবে, উন্নত শিরে ভূধর অচল ;
সহসা উদিল এক রমণী-মূরতি।

নাহিক যৌবন-ভাতি শরীরে তাহার,
কমনীয় কান্তি যেন গিয়াছে চলিয়া
চিরতরে, সে মাধুরী আসিবেনা আর,
ভঙ্গুর, নশ্বর দেহে কখন(ও) ফিরিয়া।

আছিল মাধুর্য্য যেন অতীত জীবনে,
গিয়াছে ধ্বংসের পথে এবে সে মাধুরী
ঘোর পাপ অত্যাচারে, প্রমোদ-কাননে
বিশুষ্ক লাবণ্য-লতা, নারী সহচরী।

মলিন বরণ কান্তি, শীর্ণ দেহখানি,
হয়েছে শ্রীভ্রষ্ট ওই বদন মণ্ডল
কি দারুণ অনুতাপানলে নাহি জানি,
শুকায়ে রয়েছে যেন ফুল্ল শতদল।

রয়েছে বিস্তৃত সেই সুবিশাল আঁখি,
নাহিক কটাক্ষ-শর, বাঞ্ছনা-সম্পাত
হয় না যুবক-বক্ষে, বিষণ্নতা মাখি
রয়েছে, মানব-হৃদে করেনা আঘাত।

দাঁড়ায়ে রমণী হোথা তাপসের পাশে ;
ত্যজি নীরবতা ধীরে, 'প্রণমে চরণে
এ অভাগী, দেব !' বলি করুণার আশে,
চাহিয়া রহিল স্থির বিষণ্ণ নয়নে।

ভাতিল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিশাল নয়নে,
তপস্বীর, তীব্রদৃষ্টি স্থাপি বামা পানে
জিজ্ঞাসিলা স্নেহভরে, 'কে তুমি ললনে ?
কি উদ্দেশ্য বল তব হেথা আগমনে ?

ভীষণ পার্ব্বত্য দেশ, জনপ্রাণীহীন,
মানবের ভোগ্য কিছু নাহিক এখানে,
বিষম বিপদময় এ ঘোর বিপিন ;
কে তুমি ? কিহেতু বল আসিলে ললনে ?

'কে আমি, কেমনে তাহা বলিব তোমায় ?
উত্তরিলা বামা ধীরে বিনীত বচনে,—
'এ অভাগী যবে দেব, এসেছে হেথায়,
হইয়াছে কলঙ্কিত মম পরশনে

এ পুণ্য আশ্রম তব। বলিব কেমনে—
কে আমি পাপের মূর্ত্তি সংসার-শ্মশানে
পিশাচী বিকটরূপা, মানব-নয়নে ?
ছিনুমত্ত সদা পাপ-ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে।

দেখেছ কি কভু দেব, জীবন্ত নরক ?
জ্বলন্ত পাবক-শিখা খেলিছে সতত
ধূধূ রবে, লেলিহান জিহ্বা ভয়ানক !
স্বেচ্ছায় পতঙ্গ ঝাঁপ দেয় শত শত।

পুড়িয়া পতঙ্গ-প্রাণ ঘোর হুতাশনে
মুহূর্ত্তে কতই হায় ! এ জগৎ হতে
সংসার-আনন্দ-খেলা-সুখ-সমাপনে,
কোথায় বিলীন হয়, অনন্তের পথে।

জীবন্ত নরকেশ্বরী আমি বারাঙ্গনা
হতভাগী ; স্নেহ, প্রেম অতল সাগরে
করিয়াছি বিসর্জ্জন ; বিলাস কামনা
উপাস্য দেবতা মম, মায়াবী অন্তরে।

বিষম ছলনা জাল পাতিয়া হরষে,
কতই কোমলমতি, প্রেম অবতার—
বালকে যুবকে বান্ধি রাখি নিজ বশে,
করেছি তাদের ভাবী আশার সংহার।

স্নেহময় মাতৃ-অঙ্ক হইতে টানিয়া,
এনেছি কিশোরে কত দারুণ নরকে,
ঘৃণিত বিলাস-স্রোত যথায় বহিয়া,
চলিয়াছে পূর্ণবেগে পলকে পলকে।

দেখি নাই,—সে বালক স্বার্থের সংসারে
জননীর একমাত্র ভরসার স্থল ;
অভাগী জননী যদি হারায় তাহারে
বিলাস-বারিধি-নীরে, অসীম, অতল—

কি দশা হইবে তার ; দুর্ব্বিহ যাতনা,
যেই স্নেহময়ী মাতা সহি অকাতরে
পালিল তনয়ে যত্নে, সতত ভাবনা
হৃদিমাঝে জাগরূক সন্তানের তরে,

হারাইল সে অভাগী কুহকে আমার
জীবন সর্ব্বস্ব ধন, আত্মজ রতনে।
বুঝ নাই কভু দেব, হেন অত্যাচার,
অসহ্য, কঠিন অতি মাতার জীবনে।

যেই ঘোর নারকিনী বিলাস-ভবনে,
ঘৃণিত কলুষে মগ্ন রয়েছে সতত,
কভু পুত্র-স্নেহধারা অমীয় সেচনে,
করে কি হৃদয়-মরু তাহার প্লাবিত?

যেই স্নেহময় পিতা শ্রমি চিরদিন
কায়ক্লেশে করিয়াছে সন্তান পালন;
বার্দ্ধক্য জীবনে সেই উপায় বিহীন
হতভাগা মানবেরে করেছি হরণ

যুবক তনয়ে আমি। পদাঘাত করি
সন্তান কর্ত্তব্যকর্ম্মে, ছিল কায়মনে
নিযুক্ত সেবায় মম; কি পাপ চাতুরী,
খেলিয়াছি অবিবেক যুবকের সনে।

সতী রমণীর একমাত্র পতিধনে,
কভু বা কাড়িয়া, এই নরক আগারে
রেখেছি প্রফুল্লচিত্ত; বাক্ প্রবঞ্চনে,
রেখেছি ডুবায়ে তারে বিস্মৃতি-সাগরে।

দেখায়েছি সদা সেই সরল যুবকে,
পৈশাচিক ভালবাসা, পৈশাচিক প্রেম;
ধরেছে হৃদয়ে মোরে ভুলিয়া কুহকে,
জ্বলন্ত পাবক-শিখা ভাবি তপ্ত হেম।

সরলা কামিনী যেই পতির আদরে
দেখিত আনন্দময় এ ছার সংসার,
রমণী বাঞ্ছিত পতি-প্রেম-সরোবরে,
প্রেম মুগ্ধা, আত্মহারা, খেলিত সাঁতার;

নাহি জানি, সে অভাগী কতই কাতরে
করিত বিলাপ সদা বিরলে বসিয়া;
করিত কতই যত্ন পতিধন তরে,
সকল(ই) রাক্ষসী-মোহে যাইত ভাসিয়া।

কি বলিব? কি শুনিবে? কত অত্যাচার,
করিয়াছি আমি দেব, এ পাপ জীবনে;
কঠিন পাষাণ প্রায় হৃদয় আমার,
পুড়িয়া হইল ভস্ম পাপ-হুতাশনে।

চিনিলে কি দেব! আমি কি ঘোর পাপিনী,
বারাঙ্গনা পিশাচিনী ভারত-শ্মশানে?
বিষধরা এবে আজ ভীষণ ফণিনী
জ্বলিতেছে নিজ বিষে, ঘোর হুতাশনে।

শুনি ধীরভাবে যোগী বিষাদ-কাহিনী,
আত্মগ্লানি বামামুখে, বলিলা গম্ভীরে—
'কেন তুমি হেন ঘোর পাপে কলঙ্কিনী
সাজিয়াছ? চেয়ে দেখ, অবনী ভিতরে

বিস্তৃত কতই পথ, পবিত্র, নির্ম্মল,
শান্তিকর; সেই পথে যদি প্রাণপণে
চলিতে সতত তুমি, এ বাড়বানল
দাহত না হৃদি তব কভু প্রতিক্ষণে।

জীবিকা? জীবিকা তরে কি বলিব আর?
ছিল না কি দাস্য-বৃত্তি, কিম্বা ভিক্ষা-বৃত্তি
এ ভারতে? তাই তুমি এ পাপ বিকার,
নাহিক যাহার কভু আশার নিবৃত্তি

দিয়াছিলে হৃদে স্থান। রমণী-গৌরব
সতীত্ব অমূল্য নিধি বিনিময়ে হায়,
লভিলে সামান্য, তুচ্ছ জীবিকা-বিভব?
ঘৃণিত তোমার ক্রীড়া, পাপের আশ্রয়।

'কেন বৃথা মোরে দেব, কর তিরস্কার?
নাহি দেখ সংসারের কুটীল প্রবাহ?
নাহি দেখ মানবের ঘোর অবিচার?
অত্যাচারে জর্জ্জরিত নারী অহরহ।

জ্ঞানের জ্যোতিঃতে যার চিত্ত জ্যোতির্ম্ময়,
অনায়াসে পারে স্বীয় চিত্ত প্রশমিতে
আপন বিবেক বলে,—মহৎ হৃদয়,
নাহি হয় বিচলিত পাপের ইঙ্গিতে,

দেখি,—হেন জ্ঞানী জন কুটীল জগতে
মানি পরাজয় ঘোর জীবন-সমরে,
শক্তি স্বরূপিণী নারী আশ্রয় লভিতে
নিতান্ত ব্যাকুল হৃদে সদা বাঞ্ছা করে।

শক্তি স্বরূপিণী নারী সংসার আলয়ে ;
ভ্রমিছে মানবগণ সতত ধরায়
জীবন-সমরে মাতি, জয়-পরাজয়ে
অনুক্ষণ ঘটিতেছে শক্তি অপচয়,

অবসন্ন দেহ কিম্বা উদাস অন্তরে ;
অমনি আসিছে ছুটি বিদ্যুৎ গতিতে
শকতি অজ্ঞাতসারে নর-কলেবরে
নারী হ'তে, যেন শ্রান্ত বীরে উত্তেজিতে।

হেন শক্তি যে সমাজ চরণে দলিয়া
করিছে পেষণ সদা, বুঝিবে কেমনে
হে দেব! সংসার স্রোতে চলিছে ভাসিয়া
সে শক্তির ধর্ম্ম সদা পাপ-নিকেতনে?

৪'

শুনিবে কি কি যন্ত্রণা দুর্ব্বল নারীর?
কেমনে করিয়া পাপে আত্ম-বিসর্জ্জন
হইয়াছি কলঙ্কিত, হেয় অবনীর?
হে দেব, বিষাদ-গাথা করিবে শ্রবণ?

শুন তবে:' কহি বামা হইলা নীরব—
গম্ভীর মূরতি; যেন মুহূর্ত্তেক তরে
স্মরিল অতীত-গাথা, স্মৃতিপটে সব
ভাতিল উজ্জ্বলতর, কহিলা কাতরে—

'যখন ছিলাম ফুটি সংসার-কাননে
কোমল কুসুম প্রায় মাতৃ-স্নেহ-বৃন্তে
নির্ম্মল, কলঙ্কহীন, অমীয় আননে
ভাতিয়া পবিত্র প্রভা মিশিত অনন্তে,

পবিত্র আনন্দময় দেখিনু সংসার;
দয়া, স্নেহ, প্রেম আদি স্বর্গীয় রতন
যতনে মানব মোরে দিত উপহার;
কিন্তু হায়, পরে ভাগ্যে ভুজঙ্গ-দংশন।

দেখিতে দেখিতে মোর শৈশব সময়
কাটিল জননী কোলে; নবম বরষে
বুঝিলাম, এ সংসারে কভু স্থায়ী নয়
মাতৃ-অঙ্কে শিশু-খেলা পরম হরষে।

যে কোমল মাতৃ-অঙ্কে হইল রক্ষিত
কমনীয় দেহ মম জনম হইতে,
যে অমূল্য স্নেহ-রসে ছিলাম জীবিত,
হে দেব, কঠোর অতি বিধির বিধিতে

ত্যজিনু মুহূর্ত্তে হায়! হ'লাম আশ্রিত
অনৈক কিশোর-পদে; জনমের তরে
সুখশান্তি যশঃ মান মানব-বাঞ্ছিত
সমর্পিল এ অভাগী সে কিশোর-করে।

জনমি পৃথক ভাবে কোমল লতিকা
তরুবর পাশে যথা, কাল সহকারে
মিশিয়া বিটপীসনে, নয়ন রঞ্জিকা
অপূর্ব্ব মিলন শোভা ধরায় বিস্তারে,

তেমনি সময়ে আমি মিশি পতিসনে
হারানু স্বাতন্ত্র্য মম; কিছু কালান্তরে
খেলিলাম কত খেলা সংসার-কাননে,
ভাসিলাম দোহে মোরা আনন্দ-সাগরে।

বসিয়া উভয়ে মিলি সরসীর তীরে
হেরিতাম মনসাধে অপার কৌতুকে—
হংস-হংসী প্রেমভরে সুবিমল নীরে
খেলিত সাঁতার কিবা পরম পুলকে।

কভু হংসী দ্রুতগতি চলিয়া সাঁতারি
সহসা রহিত থামি; চঞ্চল নয়নে
দূরে প্রিয় সহচরে বারেক নেহারি
মিলিতে আসিত ফিরি প্রিয়তম সনে।

কভুবা উভয়ে মিশি অটল শরীরে
রহিত সুস্থির, যেন শ্বেত সরোজিনী
শোভিত বিমল নীল সরসীর নীরে;
কিবা সে বিচিত্র শোভা মানস-মোহিনী!

কভু রমণীয় শুভ্র চন্দ্রমা-কিরণে
বসিয়া বিরলে, রাখি গুরু দেহ-ভার
পতিবক্ষে কুতূহলে, ঐকান্তিক মনে
হেরিতাম প্রকৃতির মাধুরী অপার।

প্রকৃতির রমাস্থল কুসুম কাননে
ফুটিত কুসুম কত—মল্লিকা, মালতী,
গন্ধরাজ, সেফালিকা; পশি পতিসনে
তুলিতাম সযতনে কুতূহলে মাতি।

তুলিয়া স্বহস্তে ফুল্ল কুসুমনিচয়ে
গাঁথিতাম মনসুখে কুসুমের হার,
কভু নাথ রঙ্গছলে ফুলরাশি লয়ে
যাইত অন্যত্র চলি না আসিত আর।

বালিকা-স্বভাব জাত অভিমান ভরে
রহিতাম স্থিরভাবে, বিরস বদনে ;
নাহি জানি কোথা হ'তে পোড়া আঁখিপরে
উপজিত অশ্রুবিন্দু। ভাবিতাম মনে—

কভু না করিব পুনঃ তায় সম্ভাষণ,
কতই যতনে বসি কুসুমের হার
গাঁথিতেছিলাম, নাহি হ'তে সমাপন
লইল হরিয়া ; বাদ সাধিল আমার।

হাসি মুখে আসি পুনঃ করিয়া ধারণ
কমনীয় বাহু মম, তুষিত আমায় ;
দিতাম বিহ্বল চিত্তে মান বিসর্জ্জন,
আবার হ'তাম দোঁহে প্রেমমত্ত খেলায়।

হায়রে কপাল মম, চকিতে অমনি
ফুরা'ল সাধের খেলা এ ভব সংসারে ;
হারালাম প্রিয়তমে ; হানিল অশনি
বিধাতা রমণী-শিরে নির্ম্মম অন্তরে।

অকালে সকল সাধ গেল ফুরাইয়া ;
পঞ্চমে হৃদয়-তন্ত্রী সতত বাজিত
মধুর ঝঙ্কারে, গেল হায়রে ছিঁড়িয়া
না হইতে শেষ মোর জীবন-সঙ্গীত।

প্রেমের সংসারে মম প্রেমের রতনে
পশিল ভীষণ ব্যাধি,—দুষ্ট দুরাশয়
মহাকাল ; ক্ষীণ দেহ হেরিয়া নয়নে,
শঙ্কায় কাঁপিল মোর চঞ্চল হৃদয়।

ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হেরি পতিধনে
হৃদয়ে আশঙ্কা মম লাগিল বাড়িতে ;
দুরাচার কাল যেন করাল বদনে
চকিতে আসিল মম 'সর্ব্বস্ব' গ্রাসিতে।

মনে সাধ,—প্রিয়তমে হেরিব নয়নে
একাকী বিরলে ; কিন্তু জননী সতত
স্নেহের পুতলীপ্রায় সন্তান রতনে
ধরিয়া আপন অঙ্কে। যেন তাঁর মত—

না পরশে অঙ্গ কেহ ; কি জানি কখন
সুকোমল মাতৃ-স্নেহ-বিচ্যুত করিয়া
কে দুরাত্মা পাপাচার করিবে হরণ
চিরতরে, আর নাহি পাইবে খুঁজিয়া।

কতবার প্রিয়তম কাতর নয়নে
চাহিল আমার পানে ; যাতনা অপার
অসহ্য হৃদয়ে তার, বুঝিলাম মনে ;
ভাঙ্গিল সে দৃশ্যে যেন হৃদয় আমার।

কি করিব? বসি মাতা বিষণ্ণ অন্তরে
সম্মুখে সতত মোর; সরম ত্যজিয়া
(বঙ্গনারী আমি দেব!) কেমনে তাহারে
বলিব,—কি দুঃখ মম চলিছে বহিয়া

হৃদয়-তটিনী মাঝে তর তর বেগে,
কি প্রবল ঝঞ্ঝাবাত তুলি উর্ম্মিমালা
আঘাতে কোমল তটে ভয়ঙ্কর বেগে?
নীরবে সহিনু সব সন্তাপিতা বালা।

নিশাকালে যবে জীব নিদ্রায় মগন,
চৈতন্য বিহীনা প্রায় সমগ্র ধরণী
নিস্পন্দ, গম্ভীর মূর্ত্তি; করিনু দর্শন,
তখন(ও) জাগ্রত মম সে বক্ষের মাণ;

অস্থির, চঞ্চল; যেন ঘোর যাতনায়
করিয়াছে নিদ্রাদেবী অদৃশ্যে গমন;
চলিলাম ধীরে ধীরে বুঝিযা সময়,
যথায় শায়িত মম প্রিয় পতিধন।

বসিলাম পতি পার্শ্বে; হায় কি যাতনা—
হ'লে শুষ্ক মুখ যার রবির কিরণে
শেল সম হৃদে মম লাগিত বেদনা,
ভীষণ যন্ত্রণা তার হেরিনু নয়নে।

স্থাপিয়া বিষন্ন আঁখি মম মুখ পানে
রহিলা নিস্তব্ধ নাথ ; যেন কি প্রলয়-
আশঙ্কা উদিত তাঁর মানস গগনে ;
শিহরিল কায় মম, কাঁপিল হৃদয়।

প্রসারিয়া ক্ষীণ বাহু ধরিয়া আমায়
কহিলা কাতরে, 'প্রিয়ে !' হায়রে কপাল—
জীবন নাথের সেই শেষ প্রেমময়
সম্বোধন এ দাসীরে ; দুরাশয় কাল

করিল বঞ্চিত মোরে জীবনের তরে
সাধের সে সম্ভাষণ, এখন(ও) শ্রবণে
বাজিছে আহ্বান 'প্রিয়ে' মধুর ঝঙ্কারে ;
পাষাণী জীবিত আমি, ধিক্ এ জীবনে।

ক্ষীণকণ্ঠে নাথ মম কাতর নয়নে
কহিলা সম্ভাষি 'প্রিয়ে' কি বলিব আর ?
এইত জীবন শেষ ; এ ভব-ভবনে
সাধের সংসার-খেলা ফুরা'ল আমার।

দুর্ব্বহ জীবন-ভার ক্ষীণ কলেবরে
বহিতে পারে না আর ; পলকে পলকে
মৃত্যু-বিভীষিকা পশি যেন এ অন্তরে
নির্দ্দেশিছে গতি মম অনন্ত স্বরগে।

জীবনের তুমি মম নিত্য সহচরী
ছিলে এ সংসারে প্রিয়ে! কতই সময়
দিয়াছি যাতনা তোমা কত ছল করি;
ক্ষমা কর আজ মোরে, শেষ অভিনয়।

আর না চাহিব ফিরে চারুমুখ পানে,
আর না শুনিব ওই প্রিয় সম্ভাষণ,
নাহি শিহরিবে দেহ তব পরশনে,
চলিনু তোমায় ত্যজি, বিদায় এখন।'

(সর্ব্বনাশ! একি কথা শ্রবণে পশিল!
কঠিন পাষাণ এই হৃদয়ে আমার
অশনি প্রলয়কারী, কেননা বাজিল?)
হেন নিদারুণ বাক্যে শত শত বার

মানস নয়ন মম হেরিল অদূরে
বিকট প্রলয়ছবি,—কি ভঙ্গিমা তার!
বীভৎস করাল মূর্ত্তি—শরীর শিহরে!
হইল শতধা চূর্ণ হৃদয় আমার।

ক্রমশঃ নিস্পন্দ দেহ, নির্ব্বাক, নিশ্চল,
ঊর্দ্ধদৃষ্টি, কান্তিহীন, বিরস, মলিন,
বিকৃত, বিষাদময় বদন মণ্ডল,
হিনতেজ; পতি মম বাহ্যজ্ঞানহীন।

হানিল অশনি দেব! অভাগীর শিরে
পাষাণে গঠিত বিধি; হৃদয় ভাঙ্গিল,
অবশ শরীর মম; ধরণী অধীরে
পদতল হ'তে যেন সরিয়া পড়িল।

কহিনু আকুল প্রাণে,—'জীবন-রতন!
আশ্রিতা অভাগী ত্যজি কঠিন অন্তরে
কোথা যাও? একবার এ পোড়া নয়ন
জুড়াই হেরিয়া তোমা মুহূর্ত্তের তরে।

কোথা যাও প্রাণেশ্বর। বলনা আমারে?
কখন(ও) ঘটিত যদি মম অদর্শন,
খুজিতে সতত মোরে ব্যাকুল অন্তরে;
আজ কেন চিরতরে দাও বিসর্জ্জন?

খুজিতে সুযোগ সদা, মিশি মোর সনে
খেলিতে সাধের খেলা প্রফুল্ল অন্তরে;
আজ তব সহচরী শোকাকুল মনে
আহ্বানিছে, বল কেন আছ নিরুত্তরে?

এস নাথ! একবার দেখনা চাহিয়া,
সুনীল সরসী-নীরে কেমন রঞ্জিত
প্রফুল্ল পঙ্কজ দল মানস মোহিয়া
আপন গরব ভরে আছে বিকশিত;

মনে সাধ অভাগীর,—তুলিয়া যতনে
সে পঙ্কজদলে, তব সুকোমল অঙ্গে
সাজাইয়া প্রেমভরে, আনন্দিত মনে
অতুল মাধুরী তব দরশিব রঙ্গে!

উঠ সখে! একবার দেখনা চাহিয়া
সুনীল অম্বর পানে—সুধাংশু-কিরণে
ভাতিছে অপূর্ব্ব প্রভা জগৎ জুড়িয়া;
বড় সাধ, এ অভাগী আজ তোমাধনে

সাজা'বে অপূর্ব্ব সাজে মনের হরষে;
ওই যে নক্ষত্ররাশি আকাশ মণ্ডলে,
বুঝি বা হীরক-খণ্ড শশাঙ্কের পাশে
উজ্জ্বল প্রভায় কিবা ঝিকি মিকি জ্বলে,

খুটিয়া আনিব আমি; স্বহস্তে গাঁথিয়া
অমূল্য হীরক-হার,—উজলে আভায়,
প্রাণাধিক! তব গলে দিব পরাইয়া,
শশাঙ্ক মরিবে লাজে হেরিয়া তোমায়।'

হায়! কে শুনিবে দেব, মোর সম্ভাষণ?
প্রেমের মুরতি দেহ জীবনবিহীন;
নারীর আশ্রয় ভবে, প্রিয় পতিধন
ত্যজিয়া আমায় কোথা হইল বিলীন।

বিদারি মানব-হৃদি, বিদারি গগন,
বিদারি ধরণী-দেহ, শোকাকুল মনে
কান্দিলাম শিরোদেশে করি প্রহরণ,
কিন্তু নাথ আর নাহি শুনিল শ্রবণে।

ভাসিল প্রবল শোক-তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে
মাতৃ-হৃদি-অন্তঃস্থল; প্লাবিয়া হৃদয়
সে শোক-তরঙ্গ-ধ্বনি ধাইল আকাশে;
নীরব প্রকৃতি যেন হাহাকার ময়!

স্পর্শিল সে শোক-ধ্বনি বৃক্ষের চূড়ায়,
শূন্য মার্গে বিহঙ্গমে, ভূ-বক্ষে কাননে;
অশ্রু মালা দর দর সহস্র ধারায়
ধরণী করিল সিক্ত যেন প্রতিক্ষণে;

লইল সে শব-দেহ বান্ধিয়া সকলে
শ্মশানাভিমুখে; যথা প্রলয় কারিণী,
ভীষণ মুরতি ভীমা, অতি-কুতুহলে
খেলিছে সতত ঘোর পিশাচী-রঙ্গিণী।

চলিলাম ভগ্নহৃদে হে দেব! তথায়
মৃত পতি সনে, এই ধরা-বক্ষ হ'তে
চিরকাল তরে আমি পিশাচীর প্রায়
প্রাণোপম স্বামী-চিহ্ন যতনে মুছা'তে।

শ্মশানে সাজায়ে চিতা পতির কায়ায়
দিলাম পাবক-শিখা ধরায়ে, অমনি
দাউ দাউ রবে অগ্নি জ্বলিয়া ত্বরায়
গ্রাসিল মুহূর্ত্তে মম হৃদয়ের "মণি"।

হইল স্বামীর চিহ্ন অনন্তে বিলীন ;
হ'ল সাঙ্গ অভাগীর সংসারের খেলা
পতিসহ এ জীবনে, অভিনয় হীন
হ'ল দেব! মম হৃদি-রঙ্গ-নাট্য-শালা।

জীবধ্বংসী শ্মশানের ভীষণ প্রকৃতি
লইল অন্তর হ'তে সংসারের ছায়া
অদৃশ্যে কোথায় যেন ; সে ভীম মূরতি
হেরিয়া মুহূর্ত্তে মম শিহরিল কায়া।

[জগতে জীবের হায়! এই পরিণাম ?
কেন এ সংসার-মদে মাতিয়া মানব
ধর্ম্মাধর্ম্ম না বিচারি কভু, অবিরাম
প্রমত্ত পূরা'তে স্বীয় বাসনা-বিভব ?

দুর্জ্জয় কামনা-বশে কত দুরাচার
দুর্ব্বলে পেষণ করি পাশব আচারে,
সুরম্য প্রাসাদে বসি গৌরব-বিস্তার
করিতেছে অহরহ বিচিত্র সংসারে।

আর কত অন্নহীন কাতর নয়নে
ফিরিতেছে মানবের সদা দ্বারে দ্বারে,
দিবসান্তে অন্নগ্রাস, অর্জ্জিত যতনে
দিতেছে ব্যাকুল চিত্তে ক্ষুধিত জঠরে।

কত পাপী প্রলোভনে আপনা হারায়ে
পশু প্রায় ভ্রমিতেছে ধরণী উপর,
ছলে বলে সুকৌশলে মানবে ভুলায়ে
সর্ব্বনাশ সাধিতেছে নিষ্ঠুর, পামর।

বিচিত্র সংসার মাঝে তুমি হে শ্মশান,
প্রকৃত সাম্যের মূর্ত্তি, ভীষণ প্রকৃতি,
দুর্ব্বল, দরিদ্র কিম্বা ধনী বলবান,
অবিচারী, অত্যাচারী মানব দুর্ম্মতি,

সমভাবে তব বক্ষে চিরকাল তরে
লভিছে অপার শান্তি, সংসার-কাননে
খেলিয়া মোহের বশে প্রফুল্ল অন্তরে
ক্ষণিক শৈশব-খেলা বিচিত্র ধরণে।

নাহি দাও উচ্চাসন ধনী মানী জনে
হেরিয়া গৌরব-রশ্মি প্রশস্ত ললাটে,
কিম্বা অতি নিচাসন ক্ষুদ্র দুঃখী জনে
ঘৃণায় তাচ্ছল্যে কভু তব রঙ্গনাটে।

ধনী মানী মানবের বৃথা অহঙ্কার,
বিলাসিতা, মোহাচ্ছন্ন পার্থিব সংসারে,
দরিদ্র জনের ঘোর দুর্দ্দশা অপার
গ্রাসিছ একই লোল রসনা-বিস্তারে।

সে দৃশ্য মানস-পটে প্রতি মানবের
জাগিতেছে অহরহ ভীষণ আকারে,
তথাপি মানব (কিবা মোহ সংসারের !)
রঙ্গ-ছলে করে খেলা পাশব আচারে।

এ পার্থিব মানবের বৃথা রঙ্গ-খেলা,
বৃথা মায়া ভালবাসা, বৃথা অভিলাষ;
ভীষণ শ্মশান (কিবা বিধাতার লীলা !)
অকাতরে অহরহ করে সব গ্রাস।

সে দৃশ্য হইতে দেব ! ফিরায়ে নয়ন
চাহিলাম একবার প্রকৃতির পানে;
শ্যামল সুন্দর অতি মানস রঞ্জন;
মধুর আহ্বান-ধ্বনি পশিল শ্রবণে।

ডাকিল প্রকৃতি মাতা সুমধুর স্বরে,—
আয় লো অভাগী বালা, আয় ঘরে আয়,
কি ফল এখন আর ভাবিলে অন্তরে
ভীষণ শ্মশান-ক্রীড়া পাগলিনী প্রায় ?

কতই রহস্য ময় দৃশ্য এ সংসারে
দেখিয়া করিবি তুই সার্থক নয়ন,
কভু বা বিকট ছবি হেরিয়া কাতরে
করিবি নীরবে বসি অশ্রু বিসর্জ্জন।

অতুল ধরণী শোভা কভু বা অন্তরে
ভাতিবে মোহিনী-বেশে মানস মোহিয়া,
ভীষণ বিষাদ-গীতি সকরুণ স্বরে
মিশিবে আকাশে কভু মরম ভেদিয়া।

কভু ভক্তি-প্রস্রবণ নির্ম্মল, শীতল,
বহিবে ধরণী-বক্ষে ঝর ঝর ঝরে;
কতই সন্তাপী নর, রোদন সম্বল,
পাবে শান্তি বারি-পানে প্রফুল্ল অন্তরে।

পাপের জ্বলন্ত শিখা রসনা বিস্তারি
কভু বা মানব-হৃদি মুহূর্ত্তে দহিবে,
কভু পুণ্য-বারি-ধারা স্নিগ্ধতা সঞ্চারি
মরুপ্রায় সে হৃদয়ে শীতল করিবে।

বিচিত্র ধরণে ক্রীড়া বিচিত্র সংসারে;
আয লো অভাগী তুই আয় ঘরে আয়;
নিত্য নব দৃশ্য হেরি ও পোড়া অন্তরে
পাইবি অপার সুখ কহিনু নিশ্চয়।

সে আহ্বানে ধীরে ধীরে ত্যজিয়া শ্মশান
চলিলাম গৃহমুখে ; হায়রে কপাল,
শূন্য গৃহ হেরি কান্দি উঠিল পরাণ,
উঠিল হৃদয়ে শোক-তরঙ্গ বিশাল।

শূন্য গৃহ—শূন্য ধরা—সব শূন্যময়,
শূন্যময় চারিদিক ; অনন্ত মূরতি
ভীষণ, গম্ভীর যেন অন্ধকার ময়।
বিলীন অনন্ত শূন্যে অনন্ত প্রকৃতি।

দ্বিতীয় স্বর্গ।



গেল দেব ! শোক-স্মৃতি ডুবিয়া সময়ে
বিস্মৃতি-বারিধি মাঝে ; আনন্দ-প্রবাহ
বহিতে লাগিল পূর্ণ বেগে সে আলয়ে,
প্রশমিয়া তীব্রতর শোকের প্রদাহ।

জ্বলন্ত তনয়-শোক পাবক মাঝারে
ঢালিয়া বিস্মৃতি-বারি শাশুড়ী আমার
কাটাল জীবন সুখে মাতিয়া সংসারে ;
মায়ার তরঙ্গ-স্রোত বহিল আবার।

আর সে ননন্দা ভ্রাতৃ-শোকের অনল—
দহিত বিষম যাহা সতত অন্তরে,
মাতা-পিতৃ-স্নেহ রসে করি সুশীতল,
রহিল সংসারে মাতি আনন্দের ভরে।

জলদে মুহূর্ত্তরে যেমন চপলা,
তেমনি ভাতিত হৃদে শোক-স্মৃতি কলা।

জননীর পুত্র-শোক আছে জীবনে
জানি দেব! কিন্তু যবে সুমধুর স্বরে
ফুল্ল শতদল মুখে 'মা, মা' সম্বোধনে
ঢালে সুধা শিশু পুত্র মাতার অন্তরে,

কোথা রয় পুত্র শোক,—সে বাড়বানল?
যেই শোক-স্মৃতি হৃদে জাগে অনুক্ষণ
সুধাময় স্নেহ-নীরে করি সুশীতল
শিশুর বদনে মাতা চুম্বে ঘন ঘন।

কি আনন্দ-মন্দাকিনী বহে তার মনে
জানে মাতা, অন্য তাহা বুঝিবে কেমনে?

কিন্তু আমি ভাগ্যহীনা অভাগী ললনা
হারা'নু সর্ব্বস্ব ভবে প্রিয় পতি সনে,
শান্তি, স্নেহ, দয়া, প্রেম, আনন্দ, করুণা
হইল বিলীন যেন অদৃশ্য গগনে।

এ পোড়া অন্তর মাঝে অপার যন্ত্রণা
পশিল ক্রমশঃ দেব! এ পাপ সংসারে
সুতীক্ষ্ণ অয়ুধ সম লাঞ্ছনা, গঞ্জনা
অনুক্ষণ সন্তাপিত করিল আমারে।

বাজিল কঠিন দেব, সেই তিরস্কার
অশনি-সম্পাত প্রায় হৃদয়ে আমার।

যখন ছিলাম সেই পতির আশ্রয়ে,
স্বজন বান্ধবগণ কতই আদরে
তুষিয়া এ অভাগীরে করিত হৃদয়ে
আনন্দ-সঞ্চার নিত্য নিত্য স্নেহ-ভরে।

কভু মম শিরে আলুলায়িত কুন্তল
হেরিলে ননন্দা মম, লাঞ্ছিয়া আমারে,—
(যেন সে লাঞ্ছনে সুধা বর্ষিত কেবল)
বসিত বান্ধিতে বেণী বিচিত্র আকারে।

নানাবিধ আভরণে সাজায়ে আমায়
ধরিয়া চিবুক মম, সুমধুর স্বরে
কহিত কতই,—যেন স্নেহের ধারায়
সৃজিত অপূর্ব্ব প্রেম-তটিনী অন্তরে।

নহে বুঝি সুরলোকে সুরবালাগণ
পবিত্র নির্ম্মল হেন প্রেমেতে মগন।

কহিত ননন্দা মম মৃদু হাসি মুখে,—
'বল্ দেখি, কভু কি লো আলু থালু সাজ
সাজে এ কোমল অঙ্গে ? প্রিয় পতি বুকে
মিশাতে শ্রীহীন দেহ নাহি হয় লাজ ?

চেয়ে দেখ্, আরসীতে দেখ্‌লো এখন—
লাবণ্য-মাধুরী যেন আসিছে ছুটিয়া
দেহ হ'তে তীক্ষ্ণ করে, করিতে হরণ
ধীরতা পুরুষ হতে মানস মোহিয়া।

দূর হ'ক পুরুষের চঞ্চল হৃদয়,
ভুলিবে ও মাধুরীতে রমণী নিচয়।'

ব্রীড়ানত মুখে দেব, ঈষৎ সুহাস
চাপিয়া অধর প্রান্তে, কহিতাম তায়
কৃত্রিম কোপন স্বরে,—'হেন পরিহাস
কোথা শিখেছিলে তুমি ? লজ্জা নাহি পায় ?'

ক্রোধ ভরে তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাজিয়া
কুটিল কটাক্ষ হানি সেই ননন্দায়,
যাইতাম দ্রুতপদে অন্যত্র চলিয়া,
পশ্চাতে ব্যাকুল স্বরে ডাকিত আমায়।

নাহি ফিরে চাহিতাম ননন্দার পানে,
বিরস বদনে রহিতাম অভিমানে।

কভু বা শাশুড়ী মম স্নেহের আধার
হেরিলে বদনে মম বিষাদ-কালিমা,
স্নেহভরে সুধাতেন মোরে বার বার,
'কেন তব হেন ভাব বল না বউমা ?'

করিলে কেহ বা কভু মোরে তিরস্কার,
আসিয়া তখন(ই) পাশে মধুর বচনে
দিতেন এ অভাগীরে সান্ত্বনা অপার ;
রক্ষিতেন সদা মোরে পরম যতনে।

সংসার-সন্তাপ-জ্বালা কভু এ অন্তরে
পায় নাই স্থান দেব, মুহূর্ত্তের তরে।

কিন্তু যবে পতি ধন—সর্ব্বস্ব আমার,
ত্যাজিয়া এ অভাগীরে অনন্তে মিশিল,
সেই দিন হ'তে দেব, দুর্দ্দশা অপার
ভীষণ অদৃষ্ট-চক্রে ঘটিতে লাগিল।

নহি আর ননন্দার স্নেহের প্রতিমা
আমি পতিহীনা বালা, বিষাদ মূরতি ;
কিম্বা নহি শাশুড়ীর সাধের 'বউমা'
যতনে পালিতা সেই প্রেমময়ী সতী।

হায় ! কিবা বিধাতার অদৃষ্ট-লিখন,
মুহূর্ত্তে ঘটিল মোর কি পরিবর্ত্তন !

বিকটা পিশাচী যেন আমি সে আলয়ে
বিভীবিকাময়ী দেব! গ্রাসিতে সবায়
আবির্ভাব মোর তথা; তাই সদা ভয়ে
নীরব সকল(ই) মোরে কেহ না সুধায়।

কভু যদি কোন কাজে কেহ অনিচ্ছায়
কহিত আমায় কিছু; ভাগ্যদোষে মম,
ভীষণ কর্কশ স্বর, তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রায়
হানিত এ পোড়া প্রাণে হে দেব, বিষম।

নিতান্ত অসহ্য তাহা মানব অন্তরে;
নীরবে সকল(ই) সহিতাম অকাতরে।

শাশুড়ীর ননন্দার স্নেহ ও করুণা
হইল অদৃশ্যে লীন যেন মোর ভয়ে,
কষ্টতা, অবজ্ঞা কিম্বা লাঞ্ছনা গঞ্জনা
নিত্য নব শেলসম বাজিল হৃদয়ে।

হেরিলাম চারিদিক মানস নয়নে,—
নাহি কৃপা-বিন্দু তথা অভাগীর তরে,
ঔদাস্য-করাল-ছায়া বিকট বরণে
অনুক্ষণ প্রতিভাত হইল অন্তরে।

অতীত কালের পানে চিন্তা-তরঙ্গিণী
ধাইল প্রবল বেগে ত্বরিত গামিনী।

ভাসা'ল অতীত স্মৃতি হৃদি-অন্তঃস্থল
পোড়া অভাগীর দেব ;—কোথা সেই দিন ?
কোথা সেই মাতা-পিতৃ স্নেহ-পরিমল,
মানব শৈশবকাল যাহার অধীন ?

খেলেছি শৈশব-খেলা, পবিত্র নির্ম্মল
প্রিয় সঙ্গিগণসহ ; কোথায় তাহারা,
স্বর্গীয় আনন্দ-ছবি সুল্ল শতদল,
বর্ষিত অন্তরে প্রেম অমিয় যাহারা ?

কাল-বিবর্ত্তনে কোথা গিয়াছে চলিয়া
জুড়াবে কি পোড়া প্রাণ পুনঃ দরশিয়া।

কোথা সেই জন্ম-স্থান সাধের আমার ?
যথায় মধুর স্বরে 'বউ কথা কও'
গাইয়া সতত পাখী, প্রেমের আধার,
করিত শৈশব চিত্ত আনন্দে উধাও।

বন-উপবন-বৃক্ষে, লতায় পাতায়
দেখিতাম প্রকৃতির ছবি মনোহর,
আনন্দে কোমল হৃদি উন্মত্তের প্রায়
নাচিত অপূর্ব্ব ভাবে মরি কি সুন্দর!

ইচ্ছা হয়,—এ জীবন শৈশব-ক্রীড়ায়
কাটাই পরম সুখে এ পাপ-ধরায়।

হইতাম শিশু যদি, সংসার-যাতনা,
শোক, তাপ, কভু পশি কোমল হৃদয়ে,
নৈরাশ্য-সাগরে মম সাধের কামনা
ডুবা'ত না হেন ভাবে ভীষণ প্রলয়ে।

আর কোন বাসনার মোহিনী মায়ায়,
দয়া-মায়া-স্নেহ শূন্য শ্বশুর আলয়ে,
অনুক্ষণ মর্ম্মভেদী যাতনা যথায়,
রহিব অভাগী আমি এত দুঃখ স'য়ে ?

যুকতি করিনু স্থির বসিয়া বিরলে,—
দগ্ধ মরুভূমি প্রায়, ত্যাজি এ আগার
যাইব জননী পাশে ; এ পোড়া কপালে
যা ঘটে ঘটুক মোর, নাহি সহে আর।

দিনান্তে শাকান্ন যদি না জুটে আমার
দুঃখ নাই তায় মম, তবু মাতৃ অঙ্কে
হৃদি-স্নিগ্ধকর মাতৃ-স্নেহ-পারাবার
প্রশান্ত বিরাজমান ; নানাবিধ রঙ্গে

খেলিব মনের সাধে তাহাতে ডুবিয়া
সংসার-সন্তাপ জ্বালা যাইব ভুলিয়া।

সুযোগ কোথায় মম ? যথা বিহঙ্গিনী
পিঞ্জরে আবদ্ধা সদা, মুক্তির উপায়

খুঁজে প্রতিরন্ধ্র দেশে, হে দেব! তেমনি
খুঁজিনু সুযোগ আমি বসিয়া তথায়।

অন্ধকার নিশা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর,
সুষুপ্ত মানব, পশু, বিহঙ্গমগণ,
নীরবতা পিশাচিনী ধরার উপর
করিছে তাণ্ডব ক্রীড়া বীভৎস দর্শন;

মাঝে মাঝে ঝিল্লীরব তালে তালে তালে
বাজিছে অদ্ভুত কিবা, যেন ঝিল্লীতান
করিতেছে মানবের অজ্ঞাত কৌশলে
প্রকৃতি ভীষণতর, ভীতির নিদান।

সুষুপ্তা ধরণী ঘোর অন্ধকার ময়;
ভীষণ আঁধার ময় অনন্ত গগন,
অনন্ত প্রকৃতি মূর্ত্তি; কাঁপিল হৃদয়
হে দেব! মুহূর্ত্ত তরে করিয়া দর্শন।

সাহসে নির্ভর করি দাঁড়ায়ে তথায়
রহিলাম কিছুক্ষণ স্পন্দহীন প্রায়।

ভাবিলাম মনে মনে,—এইত সময়
গভীর তিমির মাঝে লুকায়ে লুকায়ে
চলিতে প্রচ্ছন্নভাবে; কিবা মোর ভয়?
অসীম সাহস আসি পশিল হৃদয়ে।

করিলাম পদক্ষেপ অটল হৃদয়ে
একাকিনী ধীরে ধীরে আঁধারে মিশিয়া ;
হে দেব! মুহূর্ত্ত তরে আবার দাঁড়ায়ে
চাহিলাম গৃহপানে পশ্চাতে ফিরিয়া।

নাহি জানি কি বন্ধন হৃদয়ের সনে
ছিল সে গৃহের, অশ্রু ঝরিল নয়নে।

(হায় গৃহ, একদিন হৃদয় রতন—
পতিসনে খেলেছিনু তোমাতে লুকায়ে ;
ভেবেছিনু—তুমি মম স্বর্গীয় ভবন :
সুরবালা সম সদা প্রফুল্ল হৃদয়ে

নিবাসিব চিরকাল ; কিন্তু মন্দভালে,
সে সুখ ভবন মম, হল পরিণত
ভীষণ মরুতে আজ ; হৃদি অন্তঃস্থলে
অসহ্য যাতনা ঘোর দহিছে সতত।

মাগিছে বিদায় তাই বিষণ্ণ অন্তরে
তব পাশে এ অভাগী জনমের তরে।

উন্নত দণ্ডায়মান বিটপিসকল!
বহুকাল এক ঠাঁই যাপিনু জীবন ;
ধর শেষ উপহার, তপ্ত অশ্রুজল
বিধবার, আর নাহি হবে দরশন।

শিরোদেশে বিকশিত প্রতি পত্র সনে
আবদ্ধ কঠিন অতি স্নেহের বন্ধন
অভাগীর; তাই তরু, ব্যথিত পরাণে
রয়েছি দাঁড়ায়ে পাশে মেলিয়া নয়ন।

ধর ধর উপহার—তপ্ত অশ্রুজল;
রাখহে শ্যামল পত্রে মাখায়ে এখন;
দূর দেশাগত যবে পথিক সকল
আশ্রয় লইবে তলে, করিও বর্ষণ।

ব'ল সে পথিক দলে করুণ ভাষায়—
'ভারত-বিধবা নারী আঁখি অশ্রুনীর
বর্ষিতে ভারতে কোথা(ও) স্থান নাহি পায়,
করিয়াছি তাই অশ্রু-সিক্ত শ্যাম শির।'

চলিনু বিটপিগণ, ত্যজিয়া সকলে
যাতনায়, মর্ম্ম মম দাবানল জ্বলে।

কে তুমি আমার পাশে রয়েছ দাঁড়ায়ে?
নিশার আসারে সিক্ত প্রফুল্ল প্রসূন?
ব্যথিত কি তব হৃদি ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে
বিধবার? মর্ম্মাহত বিষাদে দারুণ?

বিন্দু বিন্দু বারিকণা তব অশ্রুজল?
কান্দ তবে মোর সনে মরমে দহিয়া;

যদি কোন(ও) ভাগ্যবতী প্রেমে ঢল্ ঢল্
উপজে তোমার পাশে আহ্লাদে মাতিয়া,

কহিও তাহায় তুমি—'ভারত রমণী
নিতান্ত অভাগী হায়, এ-ভব-সংসারে ;
বিনা অপরাধে তারা অনন্ত দুঃখিনী
পরিত্যক্তা, নিমজ্জিতা অকূল পাথারে।

তার প্রেম-পদ্ম হায়! মরুর মাঝারে
হইয়াছে বিকশিত ; প্রচণ্ড ভাস্কর
হরিবে মাধুরী বিশ্বদাহকর করে ;
প্রতিকূলে ভাগ্যচক্র ঘুড়ে নিরন্তর।

পদ্ম-পত্রে বারি-বিন্দু টলমল প্রায়
ভারত নারীর সুখ এ পাপ ধরায়'।)

একাকিনী সে মুহূর্ত্তে ভীষণ আঁধারে
চলিলাম দ্রুত দেব আপনা লুকায়ে ;
নিশাশেষে উপজিয়া মাতার আগারে
হেরিলাম চারিদিক আকুল হৃদয়ে—

শূন্যময় বাস্তু-ভিটা ; গম্ভীর, নীরব,
জন প্রাণী শূন্য স্থান ; লতায় পাতায়
দুর্গম কানন তুল্য ; পার্থিব মানব
চিরকাল তরে যেন লয়েছে বিদায়।

অদৃশ্য আলয় হ'তে দানবীর দল
প্রদর্শন করিতেছে সন্ত্রাস কেবল।

লতা-পাতা-সমাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণের কোণে
অতি জীর্ণ গৃহ এক ; অভাগী জননী
জরাগ্রস্তা, শীর্ণ দেহা, একাকী নির্জ্জনে
রয়েছে নিদ্রিতা তথা, ডাকিনু তখনি ;

বহুকাল পরে দেব, 'মা—মা' সম্বোধন,—
অমিয় নির্ঝর যেন ঝর্ ঝর্ ঝরি
ঢালিল অমিয় রাশি ; প্লাবিল প্রাঙ্গণ
বৃক্ষ লতা জীর্ণ গৃহ প্রবাহ বিস্তারি।

সুপ্তোত্থিতা মাতা মম অমনি চকিতে
ছুটিয়া আসিল যেন বিদ্যুৎ গতিতে।

উচ্চ শৈল-শৃঙ্গ ত্যজি যথা স্রোতস্বিনী
কল্ কল্ নাদে ধায় প্লাবিয়া ভূতলে
অপার স্নেহের ধারা, হায়রে, তেমনি
বহিল প্রবল বেগে হৃদি অন্তঃস্থলে।

নীরব উভয় মোরা ; নাজানি কোথায়,
অজ্ঞাত প্রদেশে ভাসি সে স্রোতের টানে
চলিলাম পূর্ণ বেগে সংজ্ঞাহীনা প্রায় ;
সহসা হেরিনু চাহি জননীর পানে—

বহে দর দর অশ্রু কপোল বহিয়া
আঁখি হ'তে অবিরত বারিধারা প্রায়,
শোক-স্মৃতি স্নেহরসে সহজে মিশিয়া
যেন অশ্রুধারা সৃষ্টি হয়েছে তথায়।

পূর্ণোচ্ছ্বাসে পুনরায় 'মা—মা' সম্বোধিয়া
অতীত শোকের স্মৃতি দিনু মুছাইয়া।

'কে তুই অনাথা বালা? তনয়া আমার?'
কহিলা জননী মম সকরুণ স্বরে—
'কে তোরে সাজা'ল বল্ হেন সাজে, তার
নাহি কি করুণা-বিন্দু পাষাণ অন্তরে?

ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি বিন্যাস করিয়া
দিয়াছিনু সিন্দূরের বিন্দু সযতনে
সীমন্তে; পূরব-প্রান্তে নয়ন ধাঁধিয়া
শোভিত অরুণ যেন সুনীল গগনে।

হায়রে কপাল, ইহ জনমের তরে
গিয়াছে মুছিয়া বিন্দু না হেরিব ফিরে।

গলদেশে হেম হার বাহুতে বলয়,
শোভিত মেখলা তোর কটিতট দেশে,
ভাতিত লাবণ্য দেহে মাধুরী ধারায়,
শুকা'য়ে গিয়াছে তাহা পোড়া ভাগ্যদোষে।

গিয়াছে সকলে ত্যজি হায়রে, আমায়
শূন্যময় করি মম হৃদি-নিকেতন,
তপ্ত প্রাণে একমাত্র তুই লো ধরায়
সিঞ্চিতে শান্তির ধারা শান্তি-প্রস্রবণ।

হেরিয়া দুর্দ্দশা তোর, হৃদি-নিকেতন
জ্বলিল বাড়বানলে, প্রচণ্ড, দুর্ব্বার;
শোক-স্মৃতি ঝঞ্ঝাবাতে ঘোর হুতাশন
হইল ভীষণতর, অসহ্য আমার।

অভাগী হৃদয় ধন, বল্ লো আমারে—
এ ঘোর নিশীথে কেন একাকী নির্জ্জনে,
নিরাশ্রয়ে, অতিক্রমি দুস্তর প্রান্তরে
উপস্থিলি মোর পাশে—বিজন কাননে?

সহসা নিশীথে তোর হেন আগমনে
জাগিতেছে বিভীষিকা কত মোর মনে।'

বসিয়া জননী পাশে ব্যথিত অন্তরে
কহিলাম ধীরে ধীরে—গিয়াছে পুড়িয়া
কপাল এ অভাগীর জনমের তরে;
সুখ-রবি অস্তাচলে গিয়াছে চলিয়া।

আর না উদিবে পুনঃ অদৃষ্টগগনে
সুখবালভানু মাতঃ, অনন্ত জলদে *

* নৈরাশ্য।

আচ্ছন্ন ; ভীষণ অতি অন্ধকার সনে *
খেলিব পার্থিব খেলা সম্পদে বিপদে।

অনিবার্য্য ভাগ্য-চক্র জননি, ধরায়,
কি সাধ্য মানব তুচ্ছ রোধিবে তাহায়।

ননন্দা পিশাচী প্রায় শাশুড়ী বাঘিনী
জ্বালাইত ঈর্ষাভরে মরম আমার,
নির্জ্জনে গৃহের কোণে বসি একাকিনী
করিতাম অশ্রুনীর-পাত অনিবার।

ঘৃণা, ব্যঙ্গ, তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা,
নিত্য বিরাজিত যথা, বল মা তথায়
মানবে তিষ্ঠিতে পারে ? সে ঘোর যা··
কেমনে বুঝা'ব তোরে ? অব্যক্ত ভাষায়

এখন(ও) জাগিছে সব এ পোড়া অন্তরে,
স্মরিলে সে সব জ্বালা শরীর শিহরে।

জ্বলেছে অনেক দিন এ ছার জীবন ;
ওই যে জননি, তোর স্নেহের পয়োধি
হৃদি মাঝে সুবিস্তৃত হেরি অনুক্ষণ,
ডুবিয়া রহিব তাহে আমি নিরবধি।'

জননী তনয়া দোঁহে মিলিত হইয়া
রহিনু তথায় দেব ; করি সমাপন

* শোকস্মৃতি।

গৃহ কর্ম্ম সারাদিন, দুজনে বসিয়া
কহিতাম কত কথা। সন্ধ্যা-সমীরণ

বহিত মৃদুল স্নিগ্ধ করি কলেবর,
আবেশে জননী অঙ্কে রাখি দেহভার
হেরিতাম মনসুখে পূর্ণ শশধর
তারা সনে—নীলাম্বরবক্ষে হেম-হার।

শ্যামল বিটপিরাজি প্রাঙ্গণের প্রান্তে
উন্নত ; বসিয়া ডালে বিহঙ্গমগণ
গাইত মধুর গীতি, মিশিত অনন্তে ;
মধুর অমিয়-ধারা বহিত তখন।

বিষম শোকের স্মৃতি মাতার আদরে
হ'ল দূর, অন্ধকার যথা সৌর করে।

স্নেহ-সুধা-পারাবারে পুলকে ডুবিয়া
রহিনু তথায় দেব! এ দগ্ধ অন্তরে
জ্বলে নাই শোক-বহ্নি কখন(ও) পশিয়া
মাতার আশ্রয়ে আর মুহূর্ত্তের তরে,

কিন্তু, শূন্য মার্গ হ'তে যথা উল্কারাশি
হইলে পতনোম্মুখ কভু একবার,
দ্রুত বেগে স্বভাবতঃ যায় শূন্যে মিশি,
কিম্বা ধরাবক্ষে রুদ্ধ গতি দুর্নিবার,

তেমতি এ অভাগীর পতন ঘটিলে
সৌভাগ্য-গগন হতে, ক্রম নিম্নগতি
হইল হে দেব, রুদ্ধ দুর্ভাগ্য-ভূতলে—
পতনের শেষ সীমা ; হায়রে, নিয়তি—

হারাইনু জননীরে ; যাহার আশ্রয়
কেবল ভরসা মম এ ভব-সংসারে ;
নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিধি, পাষাণ-হৃদয়,
হরিল মাতায় দেব, কঠিন অন্তরে।

দুর্ব্বল-দলন বুঝি প্রকৃতি-নিয়ম ;
তাই দগ্ধ হল পুনঃ দুর্ভাগ্য বিষম।

মৃত্যু-শয্যা পরি যবে জননী আমার
আহ্বানিলা ক্ষীণ স্বরে, ব্যাকুল অন্তরে
উপজিয়া দ্রুতপদে, নিকটে তাহার
বসিনু ; কহিলা মাতা কম্পিত অধরে—

'হায় লো অভাগী, আজ এতদিন পরে
জীবন-প্রদীপ মম বুঝিবা নিবিল,
সন্তপ্ত হৃদয়-বহ্নি অনন্ত সাগরে
অনন্ত কালের তরে শীতল হইল।

একমাত্র চিন্তা মম অন্তিম সময়ে—
নিরাশ্রয়া হতভাগী, এ ভব সংসারে,

না রহিল কেহ তোর; কাহার আশ্রয়ে
নিবাসিবি শূন্য গৃহে হারায়ে আমারে।'

বলিতে বলিতে দেব মুমূর্ষ মাতার
হ'ল রুদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠ, কপোল তিতিয়া
বহিল নয়ন-ধারা; সে দৃশ্যে আমার
বিষণ্ণ হৃদয় যেন পড়িল ভাঙ্গিয়া।

দুর্ব্বল, কম্পিত কর চিবুকে আমার
স্থাপি স্নেহ ভরে ধীরে, চাহি মোর পানে,
কহিলা আসন্ন মৃত্যু জননী আবার—
'লো অভাগী, ছিল সাধ, হেরিয়া নয়নে

সুখ-শান্তি-অঙ্কে তোরে শান্তি স্বরূপিণী
ত্যজিব এ ধরাধাম; কিন্তু ভাগ্য দোষে
বিধাতা সাধিল বাদ; অনন্ত দুঃখিনী
অভাগী জননী তোরে ভাসায়ে নিমিষে

অকূল বারিধি মাঝে ত্যজিল নির্দ্দয়ে;
হৃদয়ের রত্ন তুই; কি বলিব আর?
যে যন্ত্রণা এ অন্তরে অন্তিম সময়ে
নাহি বুঝি সীমা তার, ঘোর পারাবার।

চলিনু হৃদয়-ধন, তোমায় ত্যজিয়া
চিরতরে, আর নাহি আসিব ফিরিয়া।'

দেখিতে দেখিতে দেব, লইল হরিয়া
করাল কৃতান্ত মোর জননী রতনে,
অবশে ধরণী পরে পড়িনু লুটিয়া ;
অজস্র সলিল-ধারা বহিল নয়নে।

বৃথা সে রোদন দেব! কৃতান্ত শ্রবণে
অভাগীর আর্ত্তনাদ নাহি প্রবেশিল ;
করুণ বিলাপ-ধ্বনি মিশি সমীরণে
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, শূন্যে বিলীন হইল

হারায়ে মাতায়, সেই নির্জ্জন আলয়ে
কটা'নু বিষাদে কাল আমি একাকিনী
বিষম সন্তাপ-জ্বালা ধরিয়া হৃদয়ে
একমাত্র শোক-স্মৃতি অভাগী সঙ্গিনী

পুনঃ মম ভাগ্য দোষে হে দেব, তথায়
নূতন বিপদ এক উপজিল হায়!

গৃহের বাহির কভু হ'লে প্রয়োজনে
দুর্ম্মতি, পাষণ্ড, দুষ্ট পিশাচের দল,
হৃদয় উন্মত্তকারী পাপ-প্রলোভনে
পাছে পাছে সদা মোর ঘুরিত কেবল।

কুটিল কটাক্ষ আর ঘৃণিত ইঙ্গিতে
প্রকাশিত অন্তরের পাশব বাসনা ;

লুকা'তাম ভীতমনে অমনি চকিতে ;
পশিত অন্তরে মম দারুণ ভাবনা—

ক্ষুধিত শার্দ্দূল প্রায় বিবেক বিহীন
ঘুড়িছে সতত দুষ্টগণ প্রতিদিন ;

নিরাশ্রয়ে আমি হায়, দুর্ব্বলা রমণী
নিবাসিনু, অনায়াসে, না জানি কখন
নরাধম পশুগণ হেরি একাকিনী
পাশব লালসা হায়, করিবে পূরণ।

চিরদুঃখ-নিষ্পেষিতা-আমি এ জগতে ;
নাহি কি সংসার মাঝে হেন সুবিচার—
রক্ষিতে অনাথা বালা দুষ্টগণ হ'তে
কঠোর শাসন-দণ্ডে করে প্রতীকার ?

কোটী কোটী মানবের বাস এ ভারতে,
করিছে সকলে মিলে সমাজ-শাসন,
তথাপি এ দুষ্টগণ সদা পাপ-পথে
অনায়াসে স্ফীত বক্ষে করে বিচরণ।

নাহি কি কোনই বিধি সমাজ-ভিতরে
ভীষণ কঠোর অতি ইহাদের তরে ?

যত দোষ আরোপিত রমণী কপালে ?
সমাজ-শাসন-দণ্ড রমণীর তরে ?

অধঃপতনের দ্বার মুক্ত ধরাতলে
রেখেছে সমাজ বুঝি আপনার করে

নারীর নিমিত্ত শুধু ? তাই এ ভারতে
দুর্ম্মতি পুরুষগণ ছলে বা কৌশলে
হরিয়া সতীত্ব-নিধি সতী নারী হ'তে
অনায়াসে, নিরাপদে রহে কুতূহলে ?

আর সে অভাগী সতী সতীত্ব হারায়ে—
ঘৃণিত মানব চক্ষে, চিরকাল তরে
প্রবেশি পতন-দ্বারে আকুল হৃদয়ে
দুর্ব্বহ জীবন যাপে বিষাদের ভরে!

সমাজের বিধি কেবা করেছে সৃজন
নাহি জানি, হেন মূর্খ দেখিনি কখন।

কাঁপিল শঙ্কায় দেব, হৃদয় আমার ;
দৈবক্রমে অভাগীর শান্তি-নিকেতন
পবিত্র প্রেমের মূর্ত্তি, স্নেহের আধার
সখী মম ধীরে ধীরে আসিল তখন।

একাকী কুটীরে যবে বিরলে বসিয়া
দেখিতাম অতীতের সুখ-স্বপ্নমালা,
ভীষণ শোকের স্মৃতি মরমে পশিয়া
করিত দ্বিগুণ মম হৃদয়ের জ্বালা,

স্নেহময়ী সখী মম মর্ম্ম যাতনায়
হইত ব্যাকুল চিত্ত ; দুঃখে অশ্রুজল
ভাসিত নয়নকোণে ; সম্বোধি আমায়
'ভগিনী',—অমীয়-ধারা সিঞ্চিত কেবল;

নানা উপদেশে মোর শোকার্ত্ত অন্তর
করিত প্রশান্ত দেব, সে ভগিনী মোর।

ধীরে ধীরে উপজিয়া স্নেহের ভগিনী
অমনি বসিলা পাশে ; হায়রে, যেমন
বিমল শীতল নীরে প্রশান্ত তটিনী
করি স্নিগ্ধ চারিদিকে তপ্ত সমীরণ

করে স্নিগ্ধ তটভূমি ; করিল তেমনি
শীতল এ পোড়া প্রাণ, করুণা আধার
শান্তি-নির্ঝরিণী দেবী সরলা ভগিনী।
জিজ্ঞাসিনু আমি দেব, তায় বার বার—

'কহলো ভগিনী মোরে কহলো আমায়,—
আছে কি এমন স্থান জগতে নির্জ্জন,
মানবের স্পৃষ্ট বায়ু পশে না যথায়,
নাকরে ভাস্কর দেব কর-বরিষণ ?

না রহিব কভু এই মানব-সমাজে
জ্বলন্ত পাপের মূর্ত্তি যথায় বিরাজে'।

স্নেহের ভগিনী মম কহিলা কাতরে—
'যে কামনা এ জগতে জাগে অনুক্ষণ
প্রত্যেক জীবের হৃদে, কভু বেগভরে
দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রীতি, করি বিসর্জ্জন

চঞ্চল মানবগণ হয় পরিণত
পশুত্বে, কহলো মম প্রাণের ভগিনি,
কহলো আমায় সত্য, করিতে সংযত
সে কামনা পারিবি কি দুর্ব্বল রমণী?

মোহিনী সুখের লিপ্সা নিত্য নব সাজে
ভুলায় মানব-চিত্তে; শত শত শত
তোর মত ক্ষুদ্র নারী মানব সমাজে
হইয়াছে পিশাচীর রূপে পরিণত।

অভাগী মানবী তারা, ঘৃণিত সংসারে
খেলে সদা পাপ-খেলা নরকের দ্বারে।

অসম্ভব যদি বাস তোমার হেথায়,
শুনলো ভগিনী মম, ত্যজিয়া এস্থান
চল মোর গৃহে; দোহে মিলিয়া তথায়
রহিব পরম সুখে, জুড়াইবে প্রাণ।

একমাত্র ভ্রাতা মম—হৃদয় রতন,
পবিত্র স্নেহের মূর্ত্তি, সরল হৃদয়,

দ্বিতীয় ভগিনী সম করিবে পালন ;
নিরাপদে নিবাসিবে তুমি লো তথায়।

বিপদ সঙ্কুল স্থান ত্যজিয়া এখন
মোর সনে, লো ভগিনি, কর আগমন।'

ক্ষুদ্র পর্ণ গৃহে দেব, একাকী নির্জ্জনে
হেরিতাম জীবনের অতীত ঘটনা
আকুল হৃদয়ে সদা মানস নয়নে ;
বাজিত দারুণ হৃদে কতই বেদনা।

বসিয়া প্রকৃতি-অঙ্কে সমীরণ সনে
মিশা'তাম চিত্তের সে গভীর বেদনা,
কভু বিহঙ্গম সহ বিজন কাননে
গাইতাম উচ্চতানে মরম যাতনা।

মনোহর নীলাম্বর-শোভা নিরখিয়া
রহিতাম কভু মাতি ; এ পোড়া নয়নে
কভু বা জননী মূর্ত্তি, সন্তাপ ভুলিয়া
হেরিতাম মনসুখে প্রকৃতি দর্পণে।

দুষ্টবুদ্ধি মানবের অত্যাচার ভয়ে
গেলাম স্বধাম ত্যজি অপর আলয়ে।

তৃতীয় সর্গ।



একাকিনী নিরজনে বসিয়া আলয়ে
ভীষণ সন্তাপ-তাপে তাপিত অন্তরে
ভাবিনু—বিধাতা বুঝি রেখেছে সাজায়ে
যতনে বিপদরাশি ভাগ্যে স্তরে স্তরে।

পরিহরি স্বভবন যেই আশঙ্কায়
আসিলাম পরবাসে পরের অধীনে,
সে বিপদ সঙ্গে সঙ্গে ফিরি ছায়া প্রায়
উন্মত্তা করিল মোরে যেন দিনে দিনে।

ভ্রাতৃ সম হেরি যারে সরল অন্তরে
করিলাম কায়মনে কতই যতন,
ভাগ্য দোষে সেও, হায় হৃদয়ে বিহরে
প্রেমাকাঙ্ক্ষা, [illegible] [illegible] সম অনুক্ষণ।

যখন যেখানে থাকি, স্থাপি মোর পানে
বিশাল নয়নদ্বয়,—যেন কি মাধুরী
দরশি নয়ন ভরি এ পোড়া আননে,
না পারে ফিরা'তে আর প্রাণপণ করি।

পরিধেয় বাস মম বায়ু সঞ্চালনে
তর তর উড়ে যবে, নয়ন মেলিয়া
অনিমেষে চাহি রহে ; যেন সে বসনে
প্রতিবিম্ব খানি মম রয়েছে পড়িয়া।

যথা ভীম প্রভঞ্জন—প্রলয়ের কাল,
ধায় হুহুঙ্কাব করি আপনার বলে,
পাদপ-লতিকা শ্রেণী, তৃণ-পত্রদল
প্রয়াসে রোধিতে গতি কেবল বিফলে ;

তেমতি এ হতভাগা—কামনার দাস,
ধাইতেছে অনুক্ষণ কামনা-কুহকে ,
দুর্ব্বল রমণী আমি ; বিফল প্রয়াস
ফিরাইতে মোহ মুগ্ধ উদ্ভ্রান্ত যুবকে ।

আর না রহিব এই মানব-আলয়ে ;
ভীষণ নবক প্রায় অভাগীব তরে ;
এ ছার নশ্বর দেহ অনন্তে মিশায়ে
লভিব অনন্ত সুখ চিরকাল তরে।

সমাজের অত্যাচাব, মানব-গঞ্জনা,
দুস্টের ছলনা কিম্বা পাপ-আচরণ,
পার্থিব বিলাস-মোহ, রাক্ষসী কামনা,
না করিবে কভু আর মোরে জ্বালাতন।

দেখিনু সম্মুখে মম—সরলা ভগিনী
অপূর্ব্ব প্রেমের মূর্ত্তি, রয়েছে দাঁড়ায়ে ;
কহিলা মধুর স্বরে মধুর ভাষিণী—
'কেন লো একাকী হেথা বিষণ্ণ হৃদয়ে ?

জানিলো অভাগী তুই, যাতনা অপার
অন্তরে দহিছে সদা, কিন্তু ও বদন
আবৃত হতাশ মেঘে ; এখন(ই) আবার
আসিয়া কি বিভীষিকা করিছে মন্থন

হৃদয়-সরসী তোর ? বলনা আমায়—
এ চাঞ্চল্য অধীরতা—উন্মাদ লক্ষণ,
প্রকটে লো তোর চিত্তে কোন আশঙ্কায় ?
একান্ত বাসনা মম করিতে শ্রবণ।

উত্তরিনু,—'লো ভগিনি, কি বলিব আর ?
ভূতলে জনম মম সতত জ্বলিতে,
জ্বলিব এমন(ই) আমি দুঃখে অনিবার,
কিন্তু মম অবস্থান এ পুণ্য পৃথীতে।

নিতান্ত গর্হিত তুমি জানিও নিশ্চয়।
রাক্ষসী মোহিনী মূর্ত্তি আমি লো দামিনী ;
ধাঁধিয়া চকিতে কত যুবক-হৃদয়
সর্ব্বনাশ সাধিলাম, দেখনা ভগিনি ?

পতঙ্গ নিচয় যথা ধায় দ্রুতগতি
স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত ঘোর হুতাশন পানে
তেমতি তোমার ভ্রাতা—হায়, ভ্রান্তমতি,
কামনা দামিনী-মোহে ধাবিত বিমানে।

চাহি মোর পানে সদা উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে
নীরবে প্রকাশে—যেন, আমিই তাহার
জীবনের সুখ নিধি, উপাস্য জীবনে,
প্রাণোপমা প্রিয়তমা প্রেমের আধার।

হৃদয়-সরসী মাঝে আমি শতদল
কভু ডুবি, কভু ভাসি আশার তরঙ্গে,
বহমান মৃদু সমীরণ সুশীতল—
আকাঙ্ক্ষা অপূর্ব্ব ভাবে খেলে নানারঙ্গে।

ভাবি নিরজনে বসি কতই ভাবনা—
ডুবি যদি একবার প্রলোভন বশে
প্রণয়-সাগরে দোহে, করে কি ধারণা
কোথায় ভাসিয়া যা'ব ভীষণ উচ্ছ্বাসে?

আর না রহিব দিদি, তোমার আশ্রয়ে;
নিবাসি সুদীর্ঘ কাল বুঝিনু বিশেষ,
শান্তিময়, সুখকর পবিত্র আলয়ে
এ অভাগী অশান্তির কারণ অশেষ।'

কহিলা কাতরে সেই স্নেহের মুরতি
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি—কহলো ভগিনি,
অনাথা বিধবা বালা নিরাশ্রয়া সতী,
কেমনে রহিবে কোথা তুমি একাকিনী ?

প্রকৃতি-প্রদত্ত এই যৌবন তোমার
মহাশক্ত এ শরীরে, চিত্ত-মুগ্ধকর;
আছেকি স্বজন তব; আশ্রয়ে যাহার
অকলঙ্কে, নির্ব্বিপদে সংসার-সাগর

উত্তরিবে অনায়াসে ? হায়রে কপাল,
নিতান্ত দুরাশা তব ; যেদিকে নেহারি—
অত্যাচার, অবিচার, বিষম জঞ্জাল
চলিছে প্রবল বেগে প্রভুত্ব বিস্তারি।

ভারত-কাননে কত কুসুম-কলিকা—
মধুর ফুটন্ত প্রায় নবীনা কিশোরী;
সুদৃশ্য সরস কত প্রফুল্ল মল্লিকা—
টল মল মূর্ত্তিমতী যুবতী সুন্দরী,

খেলায় প্রকৃতি-অঙ্কে আনন্দে মাতিয়া
আপন গরব ভরে ; দেখলো ভগিনি !
পুরুষ মোহের বশে আপনি ডুবিয়া
ডুবায় পাষাণ প্রাণে দুর্ব্বল রমণী।'

'কি ভয় ?' কহিনু আমি 'দুরন্ত মানবে ?
নারী কি দুর্ব্বল এত—আপনার পদে
নারিবে দলিতে তুচ্ছ জীবন-বিভবে—
এক মাত্র অধিকার পার্থিব সম্পদে ?

অর্জ্জিয়া কলঙ্ক রাশি এ পাপ সংসারে
নাহি জানি কিবা ফল জীবন-ধারণে ;
ঘৃণিত জীবন হ'তে কহলো আমারে
নহে কি মরণ শ্রেয়ঃ নিভৃত কাননে ?'

বিস্তৃত সরস আঁখি স্থাপিয়া আকাশে,—
যেন কি দারুণ চিন্তা হৃদয় প্রান্তরে
ভাতিল উজ্জ্বলতর, কহিলা সরোষে ;—
'সাধের জীবন হেন বল্ কার তরে

নাশিবি অভাগী তুই ? কলঙ্কের ভরে ?
'কলঙ্ক' কাহারে বলে বল্ লো আমায় ;
অজ্ঞান রমণী মোরা, মানব নিচয়ে
কূট বুদ্ধি কূট যুক্তি শোভা নাহি পায়।

আত্ম সুখ পরিহরি সদা কায়মনে
রমণী পুরুষে সেবে ; কিবা প্রতিদান
হতভাগ্য নারী ভাগ্যে দেখনা নয়নে
করিতেছে অকৃতজ্ঞ মানব-বিধান।

মানবের একমাত্র শান্তি-নিকেতন
পত্নী এ জগতে ; যদি দৈব প্রতিকূলে
হারায় সে নারী-রত্নে, ভুলিয়া তখন
পূর্ব্বস্মৃতি, অনায়াসে স্বার্থ-অনুকূলে

সময়ে রমণী অন্য গ্রহণ করিয়া
ভাসায় আনন্দ স্রোতে নিজের জীবন ;
আবার বিহ্বল চিত্তে সংসারে মাতিয়া
নিত্য নব অভিলাষ করে সে পূরণ।

আর সে রমণী যদি এ নশ্বর ভবে
হারায়ে অমূল্য পতি, জঠর-জ্বালায়
ব্যাকুল অন্তরে ফিরি হাহাকার রবে,
দৈবযোগে লভে কোন পুরুষ-আশ্রয়,

হবে কি সে কলঙ্কিনী, জ্ঞানহীনা নারী—
দুর্ব্বল, সংসার চক্রে উপায় বিহীন ?
এ নির্ম্মম বিধি আমি বুঝিতে না পারি
সৃজিয়াছে এ ভারতে কোন অর্ব্বাচীন।

নাহিক কলঙ্ক বুঝি পুরুষে কখন ?
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র ভারত-গগনে,
বিস্তারি জগতে স্বীয় পবিত্র কিরণ
প্রকাশে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ, মোহে জগজ্জনে ?

তাই বুঝি; এ ভারতে জীর্ণকলেবর,
লোলচৰ্ম্ম, জরাগ্রস্ত, অশীতি বরষে
স্বর্গীয় আনন্দ ছবি, প্রেমের আকর,
অজ্ঞান বালিকা ধরি, পাশব হরষে

পত্নীত্বে বরণ করে? সংসার-ভবনে
মৃত্যু-ছায়া-প্রকটিত-বদন স্থবির,
দুর্জ্জয় কামনাবশে, মোহের ছলনে
নিত্য সুখ-স্বপ্ন হেরি আনন্দে অধীর?

আর সে মোহিনী বালা, হারায়ে নিমিষে
মুমূর্ষু স্থবির পতি— অভাগী সম্বল,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা হৃদে, নবীন বয়সে,
আকাঙ্ক্ষিলে স্বামী-সুখ, বল্ মোরে বল্,

হবে কি সে কলঙ্কিনী, সমাজে পতিত?
নিষ্ঠুর, ভীষণ এই কঠিন বিধান
দুর্ব্বল রমণী তরে করিল বিহিত
কোন পাপী, ক্ষুদ্র চেতা, নিতান্ত পাষাণ?

সংসার-সুখের নিধি পত্নী এ ধরায়,
হারা'য়ে মানবগণ নিত্য নব রসে
ডুবিয়া পূরায় স্বীয় বাসনা দুর্জ্জয়
মন প্রাণ-বিমোহন প্রলোভন-বশে;

আর হতভাগ্য বালা বিধবা ভারতে
অজ্ঞান, সরলা মূর্ত্তি, ভাগ্যেতে বিধান
ব্রহ্মচর্য্য—মহাব্রত দুঃসাধ্য জগতে ?
কি বলিব ? সদা দুঃখে জ্বলে এ পরাণ।

‘কলঙ্ক কলঙ্ক’ রব নাহি ক’র আর,
কহিনু, শুন লো মম স্নেহের ভগিনী,
কে করে কলঙ্ক এই ভারত মাঝার ?
আছে কি মানব হেথা, কহ লো দুঃখিনী ?

আছে কি ভারতে আর সেই আর্য্যগণ,
গাইবে গরবভরে সাম্য মন্ত্র গান,
মাতিবে অনন্ত প্রেমে বিশ্ব প্রাণীগণ
শুনিয়া এ ভারতের সপ্তম সুতান ?

কোথা সেই আর্য্যজাতি বীরত্বের খনি
পতি রথী, স্ত্রী সারথী, দুর্জ্জয় সংগ্রামে ?
শূরত্ব অধার শূর কাঁপায়ে অবনী
করেছিল সুশোভিত বক্ষ জয়দামে।

সেই আর্য্য বংশধর কাপুরুষগণ
দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর করে হয়ে পরাজিত,
ঊর্দ্ধমুখে স্বীয় গৃহে করি পলায়ন
অনুসৃত ফেরুপ্রায়, করিল স্থাপিত

প্রভুত্ব রমণী পরে ; ফলে নির্য্যাতন
ফলিল নারীর ভাগ্যে, কিবা বিষময়
অত্যাচার, অবিচার ঘোর জ্বালাতন
চলিল অপ্রতিহত এ ভারত ময়।

হারা'য়ে সর্ব্বস্ব ভবে এ ভারত বাসী
পাইয়াছে আধিপত্য নারীর উপর,
কভু না ভাবিও মনে করুণা প্রকাশি
ত্যজিবে এ আধিপত্য হতভাগ্য নর।

মানবের স্বেচ্ছাচার তরে কি ভগিনী,
ঈশ্বর-প্রদত্ত এই জীবন তোমার
নাশিবে আপন করে লো হতভাগিনী ?
চারুমুখে হেন বাক্য না বলিও আর।

যা ঘটে ঘটুক তব ও পোড়া কপালে,
কিবা ভয় এ সংসারে কহ লো আমায় ;
কভু না হইও ভীত,—ওই অন্তরালে
অত্যাচার, বিভীষিকা দেখাবে তোমায়।"

জ্বলন্ত পাবক প্রায় উত্তপ্ত বচন
থামিল সে বামামুখে' যথা ঝঞ্ঝাপরে
গম্ভীর মূরতি করে প্রকৃতি ধারণ।
ফিরিল চিন্তার স্রোত দেব! দিগন্তরে ;

ভাবিলাম—কেন বৃথা ভাবিয়া ভাবিয়া
করি এ জীবন পাত! ভাগ্যের বিধান
যা থাকে, ঘটুক মোর; আশ্রয় ত্যজিয়া
ভ্রমিব কি পথে চির পথিক সমান?

রহিনু সকলে মিলি হে দেব, তথায়;
কিন্তু দুনিবার চিন্তা রহিল অন্তরে—
ভীষণ অদৃষ্ট চক্রে না জানি কোথায়
হবে পরিণতি মম এ পাপ সংসারে।

সুনীল আকাশ-তলে অতি মনোহর
ভাসিতেছে চন্দ্র-কলা রৌপ্য খণ্ড প্রায়,
অসংখ্য তারকা পাশে মরি কি সুন্দর
মিটি মিটি জ্বলিতেছে উজলি আভায়।

ভীষণ মার্ত্তণ্ড-তেজ অসহ্য শরীরে
ছিল তাই লুকাইয়া নভঃ অন্তরালে,
আবার সাহসভরে, না হেরি মিহিরে
প্রকাশিছে হেম জ্যোতিঃ নীল নভঃস্থলে।

খেলিছে সুধাংশু-কলা সরসীর জলে
ঊর্ম্মিমালা সহ যেন নাচিয়া নাচিয়া,
শিহরিছে ঘন ঘন অতি কুতূহলে
কুমুদ অধর-প্রান্তে চকিতে চুম্বিয়া।

পরিশ্রান্ত কলেবরে সরসীর তটে
বিশ্রাম লভিছে কভু অদৃশ্যে লুকায়ে,
মৃদু সান্ধ্য সমারণ উপজি নিকটে
করিতেছে সুশীতল ধীরে ধীরে বয়ে।

আবার সুধাংশু ওই আসিছে নাচিয়া,
তর্ তর্ যেন গতি কুমুদিনী পানে ;
অমনি সে কুমুদিনী পড়িল ঢলিয়া
শশাঙ্ক শীতল বক্ষে ঘোর অভিমানে।

সহচর সমীরণ মান ভাঙ্গিবারে
ফুটন্ত কুসুম হতে সুগন্ধি আনিয়া,
তুষিছে কুমুদে কত স্নেহ উপহারে,
প্রত্যাখ্যান করিতেছে মাথা হেলাইয়া।

হাসিছে প্রকৃতি দেখি প্রণয়ের খেলা—
এইত মিলন, এই ঘোর অভিমান,
এই মৃদু হাসিমুখ, এই অশ্রুমালা,
এই আবির্ভাব, পুনঃ এই অন্তর্ধান।

একাকিনী শূন্যগৃহে অপার কৌতুকে
হেরিতেছি দৃশ্য এই নীরবে বসিয়া,
সহসা ফিরায়ে আঁখি দেখিনু সম্মুখে,
উদ্‌ভ্রান্ত যুবক সেই আছে দাঁড়াইয়া—

সরস বিস্তৃত আঁখি মেলিয়া বিহ্বলে,
দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা তাহে রয়েছে মিশিয়া;
নাহি পারে প্রকাশিতে যেন কোন ছলে,
কাঁপিছে অধর-প্রান্ত ঈষৎ দুলিয়া।

বিজড়িত কণ্ঠে যুবা, মুহূর্ত্তেক পরে
কহিলা—'জান কি তুমি এসেছি হেথায়
কি দুরন্ত আশা ধরি আজ এ অন্তরে?
দুর্ব্বল মানব আমি, ক্ষমিও আমায়।

যৌবন-বিজলী-রেখা সুকোমল দেহে
জ্বলিছে উজ্জ্বল কিবা নয়ন ধাঁধিয়া,
অভাগা মানব আমি, হারা'য়েছি মোহে
আপনা, রক্ষিবে তুমি করুণা করিয়া?

দিয়াছি এ চিত্ত সপি তোমাতে রমণী,
বহুদিন, কিন্তু মম শরীর শিহরে—
কেমনে সে দুরাকাঙ্ক্ষা—ভীষণ ফণিনী,
লুক্কায়িত অন্তরালে, হৃদয়-বিবরে,

প্রকাশিব অনায়াসে সম্মুখে তোমার ;
কমনীয় কান্তি তব ; যদি দৈববশে
মধুর মুরতি ওই সৌন্দর্য্য আধার
বিকৃত, বিবর্ণ হয় বিষের পরশে।

এতদিন তাই হৃদে রেখেছি লুকায়ে
সে দুর্জ্জয় দুরাকাঙ্ক্ষা ; কিন্তু আজ আমি
নিতান্ত অধীরচিত্ত আপনা হারায়ে ;
করিবে কি প্রত্যাখ্যান চারুমুখী তুমি ?

প্রফুল্ল কুসুম যবে কানন উজলি
দেখায় ধরণী বক্ষে অতুল সম্পদ,
মনে হয়—তব মুখ-পদ্মঅংশুমালী-
কিরণে মলিন ওই শোভার আস্পদ।

তোমার অধর-প্রান্তে সুহাস-চপলা
অবিরত ঘন ঘন চমকে অধীরে,
মনে হয়—কিবা ছার চন্দ্রমার কলা
ললিত ছটায় খেলে সরসীর নীরে।

সুনীল গগনে ওই নক্ষত্র অপার
হেম জ্যোতিঃ, মিটি মিটি উজলে সুন্দর,
মনে হয়, প্রতি লোম-কূপেতে তোমার
জ্বলিছে তারকা দীপ্ততর মনোহর।

অমৃত ভাষিণি ! তব অমৃত বচন
নিঃসৃত অধর হ'তে অমৃত-ধারায়,
শ্রবণে অন্তরে ভাবি, মানস মোহন
বীণার ঝঙ্কার বুঝি কর্কশতাময়।

নহে এ ক্ষণিক মোহ জানিও ললনে !
করিয়াছি প্রাণপণ কত শত বার
ত্যজিতে এ মোহ-পাশ ; কিন্তু বরাননে !
নিশ্চয় জানিও তুমি, অসাধ্য আমার।

বড় সাধ মনে—তব মোহিনী মূরতি
সাজা'ব অপূর্ব্ব সাজে প্রীতি-পুষ্পদলে,
কিন্তু আমি জ্ঞানহীন, অভাগা, দুর্ম্মতি
ভীত, বুঝি প্রতারিত দুরাকাঙ্ক্ষা-ছলে।

কহ মোরে বিধুমুখি, সরল অন্তরে,
দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা মম হবে কি পূরণ ?
কিম্বা জলাশয় ভ্রমে দূর,—দূরান্তরে
মরীচিকা-পানে মোর সতত ধাবন ?

একান্ত বিমুখ যদি তুমি চারুমুখী
মোরপ্রতি, কহ তবে, অদৃশ্যে তোমার
নিবাসিব চিরকাল ; কভু গৃহমুখী
হইব না এ জীবনে ; কিম্বা বারম্বার

কোমল হৃদয় তব, আসি তব পাশে
জ্বালিব না এ দুরন্ত অনল দুর্ব্বার ;
রহিবে হেথায় তুমি পরম হরষে,
সিঞ্চিবে তোমার হৃদে শান্তি-সুধা-ধার।

ত্যজিয়া এ কারাগার সদৃশ আগার
পশিব বিজন বনে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে ;
প্রকৃতি ভূষিতা দেখ সৌন্দর্য্যে অপার,
রাখিব অন্তর মম তাহাতে মিশা'য়ে।

সুনীল অম্বরে তব মোহিনী মূরতি
ভাসিবে সুন্দর কিবা, বাহু প্রসারিয়া
ধারণ করিব হৃদে ; তব প্রেমে মাতি
আনন্দ-সাগরে আমি বেড়া'ব ভাসিয়া।

কোকিল-পঞ্চমতানে তব কণ্ঠস্বর
ক্ষরিবে অমিয় ধারা, শুনিয়া শ্রবণে
করিব আনন্দে তৃপ্ত এ কর্ণ-কুহর
নির্জ্জন কাননে বসি শুন চন্দ্রাননে !

সুবিমল সুধাংশুতে তব মুখছবি
দরশিব অনিমেষে নয়ন ভরিয়া,
কভু মেঘ-অন্তরালে লুকালে সে ছবি
বিচ্ছেদ আকুল প্রাণে বেড়া'ব কাঁদিয়া।

স্থানে স্থানে তব রূপ আঁকিয়া যতনে
পূরাইব অভিলাষ বিহ্বল অন্তরে,
নিশ্চয় জানিও তুমি চারু চন্দ্রাননে
তুমিই সর্ব্বস্ব মম এ ভব সংসারে।

দাও যদি হৃদে স্থান করুণা প্রকাশি
কহ মোরে, বিম্বাধরে, পিপাসিত আমি;
প্রেম-সরোবর-নীরে চির তৃষা নাশি
করলো সুস্থির মোরে প্রেমময়ী তুমি।

দাঁড়ায়ে তোমার পাশে রয়েছি রূপসি,
নিতান্ত অধীর চিত্তে মুখপানে চেয়ে,
না জানি কমল মুখ কি কথা প্রকাশি
চকিতে হানিবে মম দারুণ হৃদয়ে।

কেন নত ও লোচন ? আয়ত লোচনে!
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রায় বদনমণ্ডল
কেন অবনত ? বল সুচারু বদনে!
অধৈর্য্য মথিছে মম হৃদি-অন্তঃস্থল!'

নীরবিল রূপরাশি-বিমুগ্ধ যুবক
অনিমেষ তীব্রদৃষ্টি স্থাপি মোর পানে;
সুবিস্তৃত ব্যাধ-পাশে নয়ন রঞ্জক
মৃগ-শিশু বদ্ধ যথা নিভৃত কাননে,

তেমনি হইনু বদ্ধ আমি মোহজালে ;
কেমনে বলিব দেব, এ সব তোমায় ;
অধীর দুর্ব্বল নারী আমি মন্দ ভালে
হারাইনু স্বীয় চিত্ত করুণ কথায়।

মজিলাম, ডুবিলাম, হে দেব ! অমনি
ভুলিয়া অতীত স্মৃতি, মানস-গগনে
ভাতিত উজ্জ্বল যাহা দিবস যামিনী ;
হায়রে বিধাতৃ-ক্রীড়া সংসার কাননে।

চিন্তিয়া ক্ষণেক আমি কহিনু যুবকে,—
'কি কহিব আমি নারী, স্বহায় বিহীনা,
আশ্রিতা সেবিকা তব ? তব পদোদকে
জীবিতা সংসারে আজ অভাগী ললনা।

বিধাতার লিপি আর মানব-বিধান,
ভাসাইল যবে মোরে বারিধির মাঝে
ভাসিতে ভাসিতে আমি পাইলাম স্থান
তব অনুগ্রহে ওই চরণ-সরোজে।

তব সুখতরে যদি হয় প্রয়োজন,
পশিব জলধি-জলে, দুর্গম কান্তারে,
কিম্বা হুতাশনে পারি দিতে বিসর্জ্জন
এ ছার নশ্বর দেহ প্রাণ অকাতরে।

কিন্তু কহ কিবা সুখ, ক্ষণেকের তরে
সর্ব্বনাশ সাধি মোর ? জ্ঞানবান তুমি ;
কোন বাক্যে, কোন ভাবে, বুঝা'ব তোমারে
ভীষণ যন্ত্রণা মম, জ্ঞানহীনা আমি।

বুঝত সকল(ই) তুমি আপন অন্তরে—
জীবনের সাধ মম জলধির জলে
হইয়াছে নিমজ্জিত চির কালতরে ;
সুখ-দীপ নির্ব্বাপিত পোড়া ভাগ্যফলে।

হায়রে, রমণী আমি ; প্রিয়পতি সনে
হেরিব নয়নে পুত্র বদন কমল,
শিশুর মধুর হাসি-সুধা-বরিষণে
প্লাবিত হইবে মম হৃদি-অন্তঃস্থল।

(হিমাদ্রির শৃঙ্গ যদি খসি ভূমে পড়ে,
দাবানলে যদি পুড়ে সমগ্র ধরণী,
অথবা ভীষণোচ্ছ্বাসে জলধির নীরে
যদি দৈব প্রতিকূলে ডুবে এ অবনী,

তথাপি রমণী বক্ষে করিয়া ধারণ
আত্মজ তনয়ে, সুখ-মন্দাকিনী-নীরে
পরম পুলকে করে নিত্যাবগাহন ;
কখন ভ্রূক্ষেপ নাহি করে দিগন্তরে।)

প্রফুল্ল কুসুমপ্রায় চিত্ত বিমোহন
স্বর্গীয় সুধারখনি সন্তান নিচয়ে
সাজাইব কুতূহলে সুখ-নিকেতন,
অতুল আনন্দ-ধারা সিঞ্চিবে হৃদয়ে।

কিন্তু হায়!
আশার সরসা লতা গিয়াছে শুকা'য়ে
নিরাশা মরুর প্রান্তে বহু দিন হতে ;
পুনঃ সেই মরুপ্রান্তে সলিল সিঞ্চিয়ে
শুষ্ক লতা মঞ্জরিতা চাহ কি করিতে ?

বৃথা আশা এ ভারতে কহিনু তোমায় ;
আশ্রিতা তোমার পদে অভাগী রমণী ;
কেন পাপ-প্রলোভন-মোহিনী মায়ায়
করিতে তাহায় চাহ তব বিলাসিনী ?

ক্ষম তুমি, ক্ষম মোরে, মম এ মিনতি ;
একবার ভাবো ছবি মানস-নয়নে
হেরিয়া করহ স্থির সুচঞ্চল মতি ;
ভাসিও না, ভাসা'ওনা মোহের ছলনে।'

জীবন-প্রবাহ-বায়ু যেন বক্ষঃস্থলে
ছিল অবরুদ্ধ হায়! কতক্ষণ পরে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি, চাহিয়া ভূতলে,
নতশির, ভ্রান্ত যুবা কহিলা কাতরে-

'কি বলিলে বরাননে? বিলাসিনী প্রায়
রাখিব তোমায় আমি বিলাসের মোহে?
নাহি কহ হেন বাক্য, কহিনু তোমায়,
জ্বলন্ত পাবক সম এ অন্তরে দহে।

কহি তোমা, চারুমুখি! আর এ নয়নে—
এ পাপ নয়নে হেরি ও পূণ্য-মূরতি
করিব না কলঙ্কিত কভু এ জীবনে;
নাহি ভয়, পুণ্যবতী মূর্ত্তিমতী সতি'।

মুক্তাফল-বারিবিন্দু-সিক্ত-দুনয়নে
বারেক নিরখি মোরে, নিতান্ত কাতরে,
ধীরে ধীরে, অনিচ্ছায় ক্ষোভিত পরাণে
চলিল সরল যুবা বিষাদের ভরে।

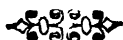
হায়রে রমণী-আঁখি; অমনি ঝরিল
অশ্রুধারা অনিমেষে কপোল ভিতিয়া,
দুর্ব্বল রমণী-চিত্ত পশ্চাতে ধাইল
যুবকের, না পারিনু রাখিতে বান্ধিয়া।

উপজি সম্মুখে আমি প্রসারি এ কর
প্রদানি যুবক-করে, উদ্ভ্রান্ত নয়নে
চাহিলাম মুখপানে—আবেশে বিভোর;
অমনি বীণার তান পশিল শ্রবণে—

'ধর্ম্ম সাক্ষী—চন্দ্রমুখি, তব ভাগ্যসনে
মিশা'লাম ভাগ্য মম চিরদিন তরে ;
তুমি মম গৃহলক্ষ্মী, সুচারু বদনে !
এস এস একবার, এস বক্ষ পরে।'

ভাসিল জীবন-তরী, হে দেব ! দোঁহার
অকূল বারিধি পানে নাচিয়া নাচিয়া,
পরম পুলকে মোরা প্রণয়ে অপার
অতৃপ্ত এ হৃদি-দ্বয় দিনু ডুবাইয়া।

৪র্থ সর্গ।



যুবক-আশ্রয়ে দেব, প্রফুল্ল অন্তরে
নিবাসিনু কত কাল পরম হরষে ;
কিন্তু ঘোর অত্যাচারী ক্ষুদ্রপ্রাণ নরে
ডুবা'ল অকূলে মোরে আঁখির নিমিষে।

ক্ষুদ্রচেতা মানবের কঠিন হৃদয়ে
অভাগীর সুখ দেব, বুঝি না সহিল ;
নিষ্ঠুর নির্ম্মম সবে সমাজের ভয়ে
ত্যজিতে আমায় কত যুবকে কহিল।

প্রণয়-বিমুগ্ধ চিত্ত সরল যুবক
স্বজনের অনুরোধ কভু না শুনিল;
বিমল মধুর অতি স্নিগ্ধ প্রেমোদক
এ পোড়া হৃদয় মম শীতল করিল।

অবশেষে দুষ্টমতি বান্ধব সকল
ভীষণ চক্রান্ত-জাল করিল বিস্তার
অভাগী রমণী আমি, (কিবা কর্ম্ম-ফল)
হইনু নিমগ্ন পাপ-সিন্ধুতে অপার।

মর্ম্মান্তিক সে কাহিনী; স্বপনের প্রায়
জাগিছে অন্তরে সব অতীত ঘটনা;
জ্বলিছে এ পোড়া হৃদে মুহুর্ম্মুহু হায়
ভীষণ ফণীর কাল দংশন-যাতনা।

শুন দেব! একদিন, প্রায় দিবাকর
অস্তাচল-চূড়াতলে; তাপিত ধরণী
বিমল আনন্দভরে যেন শ্রান্তিভার
বিরলে করিছে দূর; চিত্ত-বিনোদিনী

অতুল গগন-শোভা; কোথায়(ও) সজ্জিত
নীল চন্দ্রাতপে যেন গগন-প্রাঙ্গণ,
কোথায়(ও) বা রক্ত রাগে সুন্দর রঞ্জিত
রক্তবাস-পরিহিতা ভৈরবী যেমন।

পূরবে সুধাংশু কলা; ক্ষীণ রশ্মিমালা
ভাতিছে চৌদিকে মরি রজত বরণ,
প্রকৃতি সুন্দরী যেন আনন্দে বিহ্বলা
করেছে আহ্লাদভরে ললাটে ধারণ।

সহসা গগন-প্রান্তে হেরিনু চাহিয়া—
প্রগাঢ় ভীষণ অতি জলদ-সঞ্চার;
দেখিতে দেখিতে হায়, ফেলিল ছাইয়া
মুহূর্ত্তে সে মেঘমালা দিক্ দিগন্তর।

লুকা'ল সে রক্তছবি, নীলাভ গগন,
বিমল চন্দ্রমা-কলা মেঘ অন্তরালে,
করাল কৃতান্ত-ছায়া বিকট দর্শন
আবির্ভূত যেন দেব, গগন মণ্ডলে।

অজস্র মূষলধারে সলিলের ধারা
প্লাবিল ধরণীতল—জলে জলময়;
সদা হাস্যময়ী চিত্ত বিনোদিনী ধরা
নীরব বিষণ্ণ অতি প্রলয়-শঙ্কায়।

ভয়ঙ্কর কালপ্রায় জীমূত-নিনাদে
কম্পিত ধরণীবক্ষঃ দেশ ক্ষণে ক্ষণে,
ভূচর খেচর প্রাণী ঘোর পরমাদে
লুকায়িত অন্তরালে, আপন ভবনে।

এ হেন বিষম কালে বসি গৃহকোণে,
হেরিতেছি স্থির নেত্রে প্রকৃতির লীলা,
সহসা হেরিনু—দ্রুত পদ-সঞ্চালনে
জনৈক রমণী দেব, আসি উপজিলা।

সিক্ত পরিহিত বাস, কম্পান্বিত কায়,
অশক্ত অধর যেন বাক্য নিঃসারণে;
কেশ গুচ্ছ হ'তে বারি ফোটায় ফোটায়
ভাসাইছে কমনীয় সুচারু বদনে।

টলিল সে দৃশ্যে হৃদি; যোগাইনু তায়
মুহূর্ত্তেকে শুষ্ক বস্ত্র, বিস্তৃত আসন;
পরিহরি সিক্ত বাস বসিয়া তথায়
কহিতে লাগিল কত মধুর বচন।

হইলাম আত্মহারা; বুঝাইলা মোরে
জনৈক আত্মীয়া দেব, মম সে রমণী;
বসিয়া তাহার পাশে সরল অন্তরে
কহিনু দুঃখের কত অতীত কাহিনী।

শুনিয়া কাহিনী মম বিশাল নয়নে
ঝরিল সলিল তার, আকুল অন্তর;
মাতৃ সম মানি দেব, তায় মনে মনে
ভক্তি উপহারে আমি তুষিনু বিস্তর॥

ফিরিয়া হেরিলা নারী চাহি উৰ্দ্ধপানে—
নাহি ঘোর ঘনঘটা আকাশের গায়,
মিটি মিটি তারাপুঞ্জ উজ্জ্বল বরণে
জ্বলিছে সুন্দর অতি ; ধরা শান্তিময়।

গাত্রোত্থান করি বামা সুমধুর স্বরে
কহিলা সম্ভাষি পুনঃ—'চলিনু এখন ;
পাইনু অপার সুখ বহুকাল পরে
হেরি তোর রমণীয় চারু চন্দ্রানন।

জানিতাম আগে যদি, পোড়া ভাগ্যফলে
এহেন দুর্দ্দশা তোর, হৃদি-বিদারণ ;
স্নেহের পুতলী তুই ; রাখি বক্ষঃস্থলে
করিতাম চিরদিন জীবন-যাপন।

কি ফল বলিলে আর মরম যাতনা ?
আজিকার মত তবে আসিলো এখন ;
পাই যদি অবসর, অন্তরে বাসনা—
মাঝে মাঝে করিব লো হেথা আগমন'।

বিষণ্ণ অন্তরে বামা চাহিয়া ভূতলে
রহিলা নিস্পন্দ ভাবে, মলিন বদন ;
কতক্ষণে ধীরপদে, তিতি অশ্রুজলে
পরিহরি গৃহ মোর করিলা গমন।

হইনু আকুলা আমি মোহমুগ্ধানারী ;
স্থিরভাবে রহিলাম চাহি বামাপানে ,
মধুর মূরতি তার আঁখিদ্বয় ভরি
হেরিলাম, কিন্তু সাধ না পূরিল মনে।

জানিতাম যদি হায়, সে দুষ্টা রমণী
নহে মোর শুভাকাঙ্ক্ষী, ছলনা কেবল ;
মিষ্ট মুখে তুষি মোরে হানিয়া অশনি
ভাসাইবে পাপ-সিন্ধু-সলিলে অতল,

তা হ'লে কি কভু দেব, ভাবিয়া মৃণাল
ধরিতাম নিজকরে ভীষণ ফণিনী ?
ঘটিত কি পোড়া ভাগ্যে হেন কর্ম্মফল —
সতত দংশন-জ্বালা প্রাণান্ত কারিণী ?

কয়েক দিবস পরে পুনঃ সে রমণী
আসিলা ভবনে মম অপরাহ্ণ কালে ;
তুষিয়া মধুর ভাষে মধুর ভাষিণী
করিল আবদ্ধা মোরে ঘোর মায়া-জালে।

ভুলিয়া হে দেব, তার মধুর বচনে,
বাহিরিনু গৃহ হ'তে ভ্রমণের ছলে ;
সঙ্গিনী করিয়া মোরে নিজ নিকেতনে
উপজিল সন্ধ্যাপরে পাপিনী কৌশলে।

জানি নাই তখনও—সেই নিকেতন
বারাঙ্গনা-রঙ্গভূমি, নরক-আগার ;
নিঃসন্দেহে রহিলাম হরষে মগন,
কিন্তু ক্রমে হেরিলাম তাদের আচার—

কত নরকের কীট মদিরা-প্লাবনে
ভাসিতেছে, হৃতজ্ঞান, উন্মত্ত হৃদয় ;
রাক্ষসী পিশাচীগণ হরষিত মনে
উপবিষ্ট চারিদিকে ; পূতিগন্ধময় !

(কোথা আমি ?) ভয়ে দেব, কাঁপিল হৃদয় ;
কেমনে সে স্থান ত্যজি নিজ নিকেতনে
ফিরিয়া আসিব পুনঃ, না হেরি উপায়
রহিনু তথায় বসি ব্যাকুল পরাণে।

হায়রে, অভাগী আমি তথা নিরাশ্রয়ে ;
দুর্দ্দান্ত পিশাচ দল পাপ-প্রলোভনে
হরিল সর্ব্বস্ব মম ; বাজিল হৃদয়ে
বজ্রাঘাত, ফুরাইল সব এ জীবনে।

কুটিল চক্রান্তে দেব, অভাগী রমণী
ভাসিল পাপের স্রোতে চিরকালতরে ;
কে আছে সংসারে মোর, এ দুঃখ কাহিনী
কহিয়া লভিব শান্তি এ দগ্ধ অন্তরে ?

ছিল সাধ—সে কাহিনী ঘরে ঘরে ঘরে
গা'ব সদা মানবের মরম ভেদিয়া,
উঠা'ব গগনে ধ্বনি অতি উচ্চ স্বরে,
সমগ্র ধরণী হবে নিস্তব্ধ শুনিয়া।

বধির মানবগণ করিবে শ্রবণ,
শুনে নাই কভু যারা বিধবা-বিলাপ;
না হেরে বিষাদ-দৃশ্য যেই অন্ধগণ
বুঝিবে কেমন ঘোর বিধবা-সন্তাপ।

শুনিয়া ভারতবাসী বিষাদের গান,
বিস্ময়ে, বিহ্বলচিত্তে বুঝিবে হৃদয়ে—
হানিছে বিধবা বুকে মর্ম্মভেদী বাণ
কত শত অহরহ 'সমাজ' নির্দ্দয়ে।

কিন্তু, কিবা ফল আর গাইয়া এখন
সে বিষাদ-শোকগাথা ভারত-মাঝারে,
পাষাণে করিলে যত্নে সলিল-সিঞ্চন
ফুটি কি কমল কভু মাধুরী বিস্তারে?'

হারাইয়া কূল দেব! আমি কূলবালা
খুঁজিলাম কতবার ব্যাকুল অন্তরে
সরল যুবকে সেই, (অহো কিবা জ্বালা!)
এ পোড়া নয়নে আর না হেরিনু তারে।

বুঝি, সেই ভ্রান্ত যুবা উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে
আত্মীয় স্বজনগণে ঘৃণায় ত্যজিয়া
রয়েছে কোথায় (ও) হায়, নির্জ্জনে লুকায়ে;
আর গৃহমুখে নাহি আসিল ফিরিয়া।

জিজ্ঞাসি তোমায় দেব, কি দোষ আমার,
তাই এ জীবনে মম এতেক দুর্গতি?
এ পোড়া ভারত মাঝে নাহি সুবিচার;
না জানি আমার মত, কত শত সতী

দিয়াছে অকূলে ঝাঁপ; সেজেছে আপনি
নয়ন-আনন্দকর মনোহর বেশে
পূতিগন্ধময় হায়, নরকের রাণী—
পাশব লালসা হৃদে মোহের আবেশে।

ধিক্ রে সমাজ বিধি, শত ধিক তোরে,
কে রচিল তোরে বল্ এ আর্য্য-ভারতে,
নিরাশ্রয়া, অন্নহীনা, রমণীর শিরে
অশনি জীবনধ্বংসী সতত হানিতে?

রে অন্ধ সমাজ, তুমি দেখনা নয়নে,
নিরাশ্রয়া শত শত বিধবা বালিকা,
বিশুষ্ক কুসুম প্রায় নিভৃত কাননে,
সদা ম্লান মুখে, চিত্ত-সন্তাপ-দায়িকা।

সহায় বিহীনা বালা ব্যাকুলা অন্তরে
জঠর জ্বালায় যবে, রে সমাজ বল্,
আছে কি সঞ্চিত কিছু তোর ও ভাণ্ডারে,
লভিয়া নিবারে তার জঠর-অনল ?

কিম্বা আছে প্রতি স্থানে বল্ কত জন
সংযত, পবিত্র অতি, বিকার বিহীন,
অনাথা বিধবা বালা দুর্ব্বহ জীবন
কাটাইবে নিরাপদে তথা চিরদিন ?

হিতাহিত পাত্রাপাত্র না করি বিচার
ধরেছ ভীষণ দণ্ড আপনার করে
নির্য্যাতিতে নারীগণে ; কি বলিব আর,
অশ্রদ্ধেয় তব নীতি সংসার ভিতরে।

বল্‌রে সমাজ বিধি, কতকাল আর,
দুর্ব্বল রমণী শত্রু, ভারত ভিতরে
চলিবে অপ্রতিহত তোর অত্যাচার
এ হেন নিষ্ঠুর ভাবে, কহ না আমারে ?

একবার চাহি দেখ মানস নয়নে.
বিধবা বালার চক্ষে কত অশ্রুধারে ;
না বহে করুণা ধারা তোমার পরাণে,
তাই হেন অত্যাচার নারীর উপরে।

ঝরি দর দর কোটী আঁখি-অশ্রুজল
ভীষণ প্রবাহে সদা, ভারতের বুকে
সৃজিত অপার অশ্রু-সিন্ধু টলমল,
ভাসিছে মানব কত তাহে মনোদুঃখে।

কত বা পাষাণপ্রাণ, নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
বিবেকবিহীন নর, নানাবিধ রঙ্গে,
ভীষণ সিন্ধুর মাঝে—নারী-অশ্রুময়,
কূলে বসি দেখে সুখ-উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে।

পরদুঃখ দরশনে না হয় কাতর
যে পাষাণ, দুরাচার কঠিন হৃদয়,
না জানি, বিধাতা কেন ধরার উপর
করেছে মানবরূপে সৃজন তাহায়।

আত্মসুখ পরায়ণ মানব সমাজে
আর না পশিব দেব, কভু এ জীবনে;
ভীষণ সন্তাপ-জ্বালা পোড়া হৃদিমাঝে
দহিছে বিষম অতি হায়, প্রতিক্ষণে।

কহদেব! এ জীবনে যে পাপ সঞ্চিত
করিয়াছি এতদিন বিলাসে মাতিয়া;
নিতান্ত অসহ্য সেই মানব-ঘৃণিত
পাপের সন্তাপ হ'তে নিষ্কৃতি লভিয়া,

পাব কি আনন্দ-সুধা এ পোড়া অন্তরে ?
কহ দেব, একবার ; অসহ্য আমার
ভীষণ সন্তাপ-জ্বালা ; অবনী ভিতরে
নাহিক অভাগী হায়, মোর সম আর।'

অনন্ত আকাশ পানে স্থাপিয়া নয়ন
কহিলা তাপস ধীরে,—'হও না কাতর,
শুন বামা, হবে তব হৃদি-নিকেতন
শান্তিময় ; এ পৃথিবী শান্তির আকর।

আত্ম-রক্ষা মানবের প্রধান ধরম ;
রক্ষিতে আপনা যদি মানব-চক্রান্তে
ভুঞ্জে ভাগ্যদোষে পাপ-সন্তাপ বিষম,
নহে সে প্রকৃত পাপী, শান্তি লভে অন্তে।

মানব প্রকৃতি—ধর্ম্ম ; চালিত সতত
সমাজ-বিধান-বলে পুণ্যময় পথে ;
কিন্তু সে বিধান যদি হয় পরিণত
অত্যাচারে, কোথা রয় ধর্ম্ম সে জগতে ?

তোমার মানবী ধর্ম্ম দুষ্টের বিধানে
হয়েছে বিপথগামী জানিও ললনে,
কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়া নহ তুমি এ জীবনে,
পুনঃ পুণ্যময়ী হবে পুণ্য-আচরণে।

এতদিন যেই প্রেম দিয়াছ বিলায়ে
দুষ্টগণে, কর আজ সবল অন্তরে
বিশ্ব প্রকৃতিরে দান ; দেখিবে সময়ে,
সর্ব্বত্র পবিত্র প্রেম-প্রস্রবণ ঝরে।

যে আসক্তি সপেছিলে ঘৃণিত বিলাসে,
কর সমর্পণ বামা নিরমল চিতে
অনন্ত শকতি, সর্ব্বব্যাপী জগদীশে,
অনাশক্ত রহি সদা পার্থিব জগতে।

বিমল আনন্দভরে দেখিবে সতত,
অনন্ত প্রকৃতি এই যেন ব্রহ্মময় ;
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, এ জগতে যত
সকল(ই) ব্রহ্মের মূর্ত্তি,—প্রেমানন্দময় !

এ জগতে নহে কিছু তোমার আমার ;
মোহ ত্যজি, কৃতকর্ম্ম করি সমর্পণ
ভগবানে, রহ ভবে সদা নির্ব্বিকার ;
অন্তরে পাইবে সুখ স্বর্গ নিকেতন।'

